



BCS প্রিলিমিনারি

লেকচার



Lecture Content

☑ বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ

Content



Discussion



শিক্ষক ক্লাসে নিচের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথমে বুঝিয়ে বলবেন।

বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ

কৃষিপ্রধান এদেশের অধিকাংশ মানুষের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। শ্রমজীবী মানুষের প্রায় ৪০.৬% (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২) কৃষির উপর নির্ভরশীল। মোট দেশীয় আয়ের ১১.৫০ শতাংশ আসে কৃষি থেকে। মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণ ০.১৪ একর (১৫ শতাংশ)। খাস জমির পরিমাণ ২ লক্ষ ৬০ হাজার ৩৫৭ হেক্টর। চাষের অযোগ্য জমির পরিমাণ ২৫ লক্ষ ৮০ হাজার একর। ফসল তোলার ঋতু ৩টি যথা- ভাদ্রা, হৈমন্তিক ও রবি। দেশে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ৪৬৫.৮৩ লাখ মেট্রিক টন (২০২১-২২) বাংলাদেশে আবাদি জমির মধ্যে সেচ দেয়া হয় প্রায় ২০ ভাগ জমিতে (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২)।

কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন শব্দ ও পূর্ণরূপ:

SAIC	SAARC Agricultural Information Centre
BINA	Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture.
BSRI	Bangladesh Sugarcane Research Institute.
BJRI	Bangladesh Jute Research Institute.
BADC	Bangladesh Agricultural Development Corporation. (1976)
BARI	Bangladesh Agricultural Research Institute. (1970)
BRRI	Bangladesh Rice Research Institute. (1960)
IRRI	International Rice Research Institute.
BARC	Bangladesh Agricultural Research Council.
BMDA	Barind Multipurpose Development Authority.
HYV	High Yield Variety.

IJSG	International Jute Study Group
BTRI	Bangladesh Tea Research Institute.

☑ শস্য উৎপাদন

কৃষিপ্রধান এদেশের অধিকাংশ মানুষের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। দেশে করোনাকালে গত বছরের তুলনায় খাদ্য উৎপাদনের ধারা আরো বেড়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বোরো ধান উৎপাদিত হয়েছে ২০৯.৫১ লক্ষ মেট্রিক টন যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। একই সময়ে মোট চাল উৎপাদিত হয়েছে ৩৯৪.৮১ লক্ষ মেট্রিক টন, গম ১২.২৬ লাখ মে. টন, ভুট্টা প্রায় ৫৮.৭৫ লক্ষ মে. টন, আলু বীজ ৩৮.৭২১ লাখ টন, শাকসবজি বীজ ১২৯ মে. টন, তেল জাতীয় বীজ ১৮১৭ মে. টন ও ডাল জাতীয় বীজ ১৯৮৪ মে. টন।

[সূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২]



কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে দেশের শীর্ষ জেলা

পণ্য উৎপাদন	শীর্ষ জেলা
ধান	ময়মনসিংহ
মাছ	ময়মনসিংহ
পাট	ফরিদপুর
গম	ঠাকুরগাঁও
তুলা	বিনাইদহ
তামাক	কুষ্টিয়া
কাঁঠাল	কুষ্টিয়া
চা	মৌলভীবাজার

পণ্য উৎপাদন	শীর্ষ জেলা
আলু	মুন্সিগঞ্জ
কলা	টাঙ্গাইল
আম	নওগাঁ
আখ	নাটোর
সয়াবিন	লক্ষীপুর
পেয়াজ	পাবনা
চিংড়ি	সাতক্ষীরা
রেণু ও পোনা	যশোর

❑ রবি শস্য

রবি শস্য বলতে শীতকালীন শস্যকে বুঝায়। শীতকালীন সবজি-মুলা, শালগম, টমেটো, শীম, কপি ইত্যাদি; ডালজাতীয় শস্য-মুগ, মশুরী, খেসারী, ছোলা ইত্যাদি; তৈলবীজ শস্য-সরিষা, সয়াবিন, বাদাম প্রভৃতি রবি শস্য।

❑ কৃষিশুমারি

পাকিস্তান আমলে একবার এবং বাংলাদেশ আমলে পাঁচবার-মোট ছয়বার এ ভূখণ্ডে কৃষিশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। সালগুলো হলো- ১৯৬০, ১৯৭৭, ১৯৮৩-৮৪, ১৯৯৬ এবং ২০০৮। এর মধ্যে ১৯৯৭ সালে কেবল পল্লী এলাকায় কৃষিশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। দেশের প্রথম অর্থাৎ গ্রাম ও শহরে একযোগে অনুষ্ঠিত হয় ১১-১৫ মে ২০০৮। ৯-২০ জুন ২০১৯ সারাদেশে ষষ্ঠবারের মত অনুষ্ঠিত হয় কৃষি শুমারি যার স্লোগান “কৃষি শুমারি সফল করি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ি।”

❑ জুম চাষ

পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসরত উপজাতি সম্প্রদায়ের ফসল উৎপাদনের এক বিশেষ পদ্ধতি হচ্ছে জুম চাষ। এ পদ্ধতিতে পাহাড়ের গায়ে গর্ত করে এক সাথে কয়েক প্রকার ফসলের বীজ বপন করা হয়। সাধারণত পাহাড়ের ঢালে নির্দিষ্ট দূরত্বে গর্ত করে তাতে একই সাথে কয়েক প্রকারের বীজ বপন করে এবং ফসল পরিপক্ব হলে পর্যায়ক্রমে সংগ্রহ করে। তাদের চাষকৃত ফসলের মধ্যে ধান, তুলা ও তিল প্রধান। উপজাতিরা বছরে দু'বার জুম চাষ করে থাকে।

তথ্য কণিকা

- বাংলাদেশের মোট চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ- ২ কোটি ১ লক্ষ ৫৭ হাজার একর।
- বাংলাদেশে বর্তমানে মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণ ০.১৪ একর।
- প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল- ৮০ ভাগ মানুষ।
- ‘খরিপ শস্য’ বলতে বোঝায়- গ্রীষ্মকালীন শস্যকে।
- ‘রবিশস্য’ বলতে বোঝায়- শীতকালীন শস্যকে।
- জাতীয় বীজ পরীক্ষাগার অবস্থিত - গাজীপুর।
- বাংলাদেশের একমাত্র আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগার অবস্থিত- ঈশ্বরদী, পাবনা।
- দেশের বৃহত্তম ‘দত্তনগর কৃষি খামার’ অবস্থিত- বিনাইদহ জেলার মহেশপুর।
- ‘দত্তনগর কৃষি খামার’ কার্যক্রম শুরু হয়- ১৯৬২ সালে (আয়তন ২৩৩৭)।
- স্বর্ণা সারের বৈজ্ঞানিক নাম- ফাইটো হরমোন ইনডিউসার।
- স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম কৃষিশুমারি অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৭৭ সালে।
- বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়- ৫ এপ্রিল, ১৯৭৩।
- প্রথম বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার দেয়া হয়- ১৯৭৬ সালে।
- সার্ক কৃষি তথ্যকেন্দ্র (SAIC) অবস্থিত- ফার্মগেট, ঢাকা।
- ‘শস্যভাণ্ডার’ হিসেবে পরিচিত জেলা- বরিশাল।
- স্বর্ণা সার আবিষ্কার করেন- বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ড. আব্দুল খালেক।
- তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সদর দপ্তর- ফার্মগেট, ঢাকা।
- বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BSRTI) অবস্থিত- রাজশাহীতে।
- বাংলাদেশের ডাল গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত- ঈশ্বরদীতে।
- বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (BSRI) প্রতিষ্ঠিত হয়- পাবনার ঈশ্বরদীতে ১৯৫১ সালে।
- বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটের বর্তমান নাম- বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট।
- ২০১২ সালে বাংলাদেশ আফ্রিকার যে দেশে প্রথম কৃষিকাজ শুরু করে- সেনেগাল।
- BARI-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে- Bangladesh Agricultural Research Institute.

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি কৃষি খাতের অন্তর্ভুক্ত?

- ক) মৎস্য খ) কৃষি ও বনজ
গ) দুটোই (ক+খ) ঘ) কোনটিই নয়

২. ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান কত?

- ক) ৫১.২৬% খ) ১৩.৩৫%
গ) ১৩.২৯% ঘ) ৪০.৬%

৩. ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি খাতের ভর্তুকির পরিমাণ কত?

- ক) ৯৫০০ কোটি টাকা খ) ১৬০০০ কোটি টাকা
গ) ৮০০০ কোটি টাকা ঘ) ৮৫০০ কোটি টাকা

৪. বাংলাদেশের মোট ফসলি জমি কত?

- ক) ৮৫.৭৭ লাখ হেক্টর
খ) ১৫৪.৩৮ লাখ হেক্টর
গ) ৭৪.৪৮ লাখ হেক্টর
ঘ) ৭৯.৪৭ লাখ হেক্টর

৫. বাংলাদেশের নিট ফসলি জমি কত লক্ষ হেক্টর?

- ক) ৮৫.৭৭ খ) ১৫৪.৩৮
গ) ৭৪.৪৮ ঘ) ৭৯.৪৭

অর্থকরী ফসল

বাংলাদেশের অর্থকরী কৃষিজ সম্পদ

ফসল	গবেষণা কেন্দ্র
পাট	ঢাকার শেরে বাংলা নগর
চা	শ্রীমঙ্গল
রেশমগুটি/রেশম	রাজশাহী
ইক্ষু	ঈশ্বরদী, পাবনা
তুলা	ফার্মগেট, ঢাকা
রাবার	ঢাকা
তামাক	রংপুর
ধান	জয়দেবপুর
গম	নশিপুর, দিনাজপুর
কলা	ঢাকা
আম	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
মশলা	বগুড়া
ভুট্টা	দিনাজপুর
ডাল	ঈশ্বরদী, পাবনা
তৈলবীজ	খামারবাড়ি, ঢাকা
আলু	রংপুর

পাট

পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল, দ্বিতীয় আলু এবং তৃতীয় চা। পাটজাত মোড়কের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৬টি পণ্য এবং পাটের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ১৭টি পণ্য পরিবহনে। বাংলাদেশের মোট আবাদি জমির ৫ শতাংশে পাট চাষ করা হয়। দেশে একর প্রতি পাটের ফলন গড়ে ৬৯৬ কেজি। সাধারণত তিন ধরনের গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯৫১ সালে, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৭৪ সালে এর নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট। এ প্রতিষ্ঠান দেশে চারটি উন্নত জাতের পাট উদ্ভাবন করেছে। এগুলো হলো- BKRI তোলা, BJRI -৬, কেনাফজাত (শণপাট), এইচ. সি-৯৫। জাতীয় বীজ বোর্ড দেশী-৮ ও তোষা-৬ নামের পাটের দুটি নতুন জাত অবমুক্ত করে। দেশে সর্বাধিক পাট উৎপন্ন হয় ফরিদপুর। দেশে পাট ও সুতার মিশ্রণে এক ধরনের কাপড় হলো জুটন। এতে পাট ও সুতার অনুপাত ৭০ : ৩০। জুটনের আবিষ্কারক ড. মোহাম্মদ সিদ্দিকুল্লাহ (১৯৮৯ সালে)। একটি কাঁচা পাটের গাইটের ওজন সাড়ে তিন মণ।

তথ্য কণিকা

- ‘সোনালী আঁশ’ বলা হয়- পাটকে।
- একটি কাঁচা পাটের গাইটের ওজন- সাড়ে চার মণ।
- বাংলাদেশের যে জেলায় সবচেয়ে বেশি পাট উৎপন্ন হয়- ফরিদপুর জেলায়।
- বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা- ১৯৭৪ সালে।
- পাট উৎপাদনের বিশ্বের প্রথম দেশ- ভারত।
- পাট রপ্তানিতে বিশ্বের প্রথম দেশ বাংলাদেশ।
- জুটন আবিষ্কার করেন- ড. মোহাম্মদ সিদ্দিকুল্লাহ।
- পাট রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ- ভারত।
- এশিয়ার সবচেয়ে বড় পাটকল ছিল- আদমজী পাটকল, বাংলাদেশ।
- আন্তর্জাতিক পাট সংস্থা (IJO) প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৮৪ সালে।

- IJO- এর বর্তমান নাম- আন্তর্জাতিক জুট স্টাডি গ্রুপ (IJSJG).
- IJSJG (International Jute Study Group)-এর সদর দপ্তর- মানিক মিয়া এভিনিউ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

চা

১৮৪০ সালে চট্টগ্রাম ক্লাব প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রথম চা চাষ আরম্ভ হয়। তবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সিলেটের মালনীছড়ায় দেশের প্রথম চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৭ সালে। বর্তমানে দেশে ১৬৬ টি চা বাগান রয়েছে। সর্বশেষ চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয় পঞ্চগড়। চা চাষের জন্য প্রয়োজন অধিক বৃষ্টিপাতসমৃদ্ধ পাহাড়ি ঢালু অঞ্চল। বাংলাদেশ চা বোর্ড গঠিত হয় ১৯৭৭ সালে চট্টগ্রামে। বিশ্ববাজারে উৎপাদিত চায়ের মাত্র ২ শতাংশ চা বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়। দেশে সর্বাধিক চা উৎপন্ন হয় মৌলভীবাজার জেলায়। এ জেলার শ্রীমঙ্গল থানায় বাংলাদেশ চা গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত। চা মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার (১৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৯)। দেশে প্রথম উৎপাদনে উন্নতজাতের চা হল বিটি-১২। চা উৎপাদনে বিশেষীকৃত দেশ চীন, রপ্তানিতে কেনিয়া। বাংলাদেশ চা উৎপাদনে নবম এবং রপ্তানিতে ৭৭তম (লন্ডনভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল টি কমিটি- ২০১৯)।

বাংলাদেশের চা বাগানের সংখ্যা- ১৬৭টি।

স্থানের নাম	সংখ্যা	স্থানের নাম	সংখ্যা
সিলেট	২০টি	মৌলভীবাজার	৯৩টি
হবিগঞ্জ	২২টি	চট্টগ্রাম	২৩টি
রাঙ্গামাটি	১টি	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১টি
পঞ্চগড়	৭টি		

পঞ্চগড়ে চা বাগান প্রতিষ্ঠা

২ এপ্রিল, ২০০০ আনুষ্ঠানিকভাবে পঞ্চগড় জেলায় চা চাষের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। তেঁতুলিয়া থানার বুড়াবুড়ি ইউনিয়নের মাদুলপাড়া এলাকায় চা গাছ রোপণের মধ্য দিয়ে পঞ্চগড় জেলায় চা চাষ শুরু হয়।

তথ্য কণিকা

- বাংলাদেশের প্রথম চা জাদুঘর যাত্রা শুরু করে- ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৯, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
- বাংলাদেশ চা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৭ সালে, চট্টগ্রাম।
- চা উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান - নবম।
- বিশ্ব চা রপ্তানিতে বাংলাদেশ - ৭৭তম।
- বাংলাদেশের চা সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয়- পাকিস্তানে।
- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম চা বাগান প্রতিষ্ঠা করা হয় - ১৮৪০ সালে।
- বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্যিক চা বাগান প্রতিষ্ঠা করা হয় - সিলেটের মালনীছড়ায়।
- বাংলাদেশে মোট চা বাগানের সংখ্যা - ১৬৬টি।
- দেশে উৎপাদিত চায়ের রপ্তানি করা হয় - ৬৫%।
- বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (BTRI) স্থাপিত হয় - ১৯৫৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি মৌলভীবাজার জেলায়।
- চা উৎপাদনে বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্থান অধিকারী জেলা - হবিগঞ্জ।
- দেশের প্রথম অর্গানিক চা বাগান স্থাপিত হয় - ২০০০ সালে, পঞ্চগড় জেলায়।
- দেশে চা বাজারজাতকরণের প্রথম নিলাম বাজার অবস্থিত - চট্টগ্রাম। ২য় চা নিলাম বাজার শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

- বাংলাদেশে বছরে চা উৎপাদনের পরিমাণ - ৯ কোটি ৫৫০ লাখ পাউন্ড (প্রায়)।
- দেশে বর্তমানে চা উৎপাদনের সরাসরি নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা - ১ লাখ ২৫ হাজার (প্রায়)।
- বাংলাদেশ বছরে চা রপ্তানি করে - ৫ কোটি পাউন্ড।
- বাংলাদেশী চা কোম্পানির মধ্যে বৃহত্তর কোম্পানি - ন্যাশনাল টি কম্পানি লিমিটেড।
- বাংলাদেশে উৎপাদিত চা - দুই প্রকার।

□ তামাক

বাংলাদেশে তামাক উৎপন্ন হয় রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া ও বরিশাল জেলায়। সবচেয়ে বেশি তামাক উৎপন্ন হয় রংপুর জেলায়। সুমাত্রা, ম্যানিলা হল উন্নতজাতের তামাক।

□ রেশম

বাংলাদেশে রেশম গুঁটির চাষ হয় রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া, দিনাজপুর, রংপুর, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা অঞ্চলে। সবচেয়ে বেশি রেশম গুঁটির চাষ হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জে। রেশম চাষকে ইংরেজিতে বলা হয় সেরিকালচার। দেশে রেশম বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় রাজশাহীতে ১৯৭৭ সালে।

□ রাবার

অধিক বৃষ্টিপাত অঞ্চলে রাবার উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের সন্নিহিত রামু নামক স্থানে রাবার চাষ করা হয়। দেশে প্রথম রাবার বাগান করা হয় কক্সবাজারের রামুতে, ১৯৬১ সালে। এখানে দেশের সর্বাধিক রাবার উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এর আওতাধীন রাবার বাগান ১৬টি।

□ তুলা

বাংলাদেশে যশোর জেলা তুলা চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। কিন্তু বর্তমানে বেশি উৎপাদন হয় বিনাইদহ জেলায়। এছাড়া বগুড়া, রংপুর, পাবনা, দিনাজপুর, ঢাকা, টাঙ্গাইল, কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহে তুলা উৎপাদন হয়। তুলা শস্যের দু'টি উন্নত জাত 'রূপালী' ও 'ডেলফোজ'। তুলা উন্নয়ন বোর্ড ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে ফার্মগেট, ঢাকায় গঠন করা হয়।

তথ্য কণিকা

- তুলা চাষের জন্য বেশি উপযোগী- যশোর জেলা।
- 'রূপালী' ও 'ডেলফোজ'- দুটি উন্নতজাতের তুলা শস্য।
- বেশি তামাক উৎপন্ন হয়- বৃহত্তর রংপুর জেলায়।
- রেশম চাষকে বলা হয়- সেরিকালচার।
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল- আলু।
- বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি আলু উৎপন্ন হয়- মুন্সিগঞ্জ জেলায়।
- যে ব্রিটিশ গভর্নরের উদ্যোগে বাংলায় আলু চাষের বিস্তার লাভ করে- ওয়ারেন হেস্টিংস।
- বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন-এর আওতাধীন রাবার বাগান- ১৬টি।
- দেশে প্রথম রাবার বাগান করা হয়- কক্সবাজারের রামুতে।
- বাংলাদেশে আম গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়- ১৯৫৮ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়।
- বাংলাদেশের যে জেলায় বর্তমান আম উৎপাদন বেশি হয়- নওগাঁ জেলায় (২০২২)।
- আম উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান- অষ্টম (মার্চ-২০২২)।



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি বাংলাদেশের অর্থকরী ফসল নয়?

- ক) ধান
- খ) পাট
- গ) চা
- ঘ) তুলা

২. ধানের বিজ্ঞানসম্মত নাম?

- ক) *Oryza glaberima*
- খ) *Camellia sinensis* linn
- গ) *Oryza Sativa* linn
- ঘ) *Triticum aestivum* linn

□ ধান

বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য ধান। বাংলাদেশে আবাদি জমির ৮০ ভাগেই ধানের চাষ করা হয়। বর্তমানে ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে চতুর্থ। সমগ্র দেশে কম-বেশি ধান উৎপন্ন হয়, তবে সবচেয়ে বেশি ধান উৎপন্ন হয় ময়মনসিংহ জেলায়। বাংলাদেশে ধানের শ্রেণীভেদ হলো ৪টি- আমন, আউশ, বোরো ও ইরি। ধান উৎপাদনে চীন বিশ্বে প্রথম, রপ্তানিতে থাইল্যান্ড বিশ্বে প্রথম। ধান চাষপদ্ধতি এবং উন্নত জাতের ধান উদ্ভাবনের জন্য নিয়মিত কাজ করছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বা Bangladesh Rice Research Institute (BRRI)। এটি গাজীপুর জেলায় অবস্থিত। BRRI উদ্ভাবিত উন্নত জাতের ধান চান্দিনা, মালা, বিপ্লব, ব্রিহাইল, দুলাভোগ, ব্রিবালাম, আশা, প্রগতি, মুক্তা প্রভৃতি।

৩. FAO এর মতে, ধান উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কত তম?

- ক) ৪র্থ
- খ) ২য়
- গ) ১ম
- ঘ) ১০ম

৪. ১৯৭৫ সালে কোন প্রতিষ্ঠান 'ইরাটম-২৪' ধান উদ্ভাবন করে?

- ক) বিনা
- খ) ব্রি
- গ) কৃষি তথ্য সেবা
- ঘ) বিজ বোর্ড

৫. চাল রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ-

- ক) ভিয়েতনাম
- খ) থাইল্যান্ড
- গ) ভারত
- ঘ) চীন

□ হাইব্রিড ধান

হাইব্রিড ধান উদ্ভিদ প্রজননের মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধিতে একটি সফল ও যুগান্তকারী প্রযুক্তি। এটি তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে দুটি ভিন্ন গুণবিশিষ্ট জাতের সংকরায়নের ফলে যে প্রজন্মের উদ্ভব হয় তাকে হাইব্রিড বলা হয়।

□ নতুন জাতের ধান ইরাটম-২৪

বাংলাদেশ পারমাণবিক কৃষি ইনস্টিটিউট (বিনা) নতুন জাতের ধান ইরাটম-২৪ উদ্ভাবন করেছে। বিনা'র বিজ্ঞানীরা ইরি-৮ ধানের ওপর গামা রশ্মি প্রয়োগ করে স্থানীয়ভাবে এর বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন জাতের এই ধান উদ্ভাবন করেন।

তথ্য কণিকা

- BRRI কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রথম উন্নত জাতের ধান – ব্রি-৮।
- ব্রি-৩৪; ব্রি-৩৭ BRRI কর্তৃক উদ্ভাবিত দুটি উন্নতজাতের ধান।
- বাংলাদেশে হাইব্রিড ধানের চাষ শুরু হয় ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে। এ সময় আলোক-৬২১০ জাতের ধানের চাষ করা হয়।
- নতুন জাতের উচ্চফলনশীল উফশী ধান ইরাটম-২৪ উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ পারমাণবিক কৃষি ইনস্টিটিউট। ইরি-৮ ধানের উপর গামা রশ্মির প্রয়োগের মাধ্যমে এধান উদ্ভাবন করা হয়।
- মঙ্গা এলাকার জন্য উপযোগী ধান হলো- বিআর-৩৩।
- পূর্বাচী ধান আনা হয় গণচীন থেকে।
- আউশ ধান রোপন করা হয় জুলাই- আগস্টে।
- রোপা আমন কাটা হয় অগ্রহায়ন- পৌষে।
- সুপার রাইস হল উচ্চ ফলনশীল ধান।
- আলোক ৬২১০ ধান আনে ব্র্যাক (ভারত থেকে)।
- পাখি ছাড়া ‘ময়না’ একটি উচ্চ ফলনশীল ধান।
- লবণাক্ততা সহনশীল ধানের জাত হলো-ব্রি-৪৭।
- জলমগ্ন এলাকায় সহনশীল ধান-বি আর ১১, আর ১।
- বন্যা পরবর্তী এলাকার জন্য উপযুক্ত ধান-ব্রিধান-৪৬।
- জোয়ার ভাটা অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত ধান – ব্রি-৪৪, ব্রি-৩৩, ব্রি-১১।
- বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত লবণাক্ততা সহিষ্ণু ধান-বিনা-৮ ও বিনা-৯।

- জাতীয় বীজ বোর্ড কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য মোট আটটি নতুন ধানের জাত অবমুক্ত করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (BRRI) বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত ব্রি-৫৯, ব্রি-৬০, ব্রি-৬১, ব্রি-৬২ নামের ৪টি এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিনা) উদ্ভাবিত বিনা-১১, বিনা-১২, বিনা-১৩, বিনা-১৪ নামের ৪টি ধানের জাত।***

গম

বাংলাদেশে সর্বাধিক গম উৎপন্ন হয় রংপুর বিভাগে। তবে গম গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দিনাজপুর জেলার নশিপুরে। দেশে উৎপন্ন উচ্চ ফলনশীল জাতের কয়েকটি গম হলো অগ্রণী, আকবর, বরকত, ইনিয়া-৬৬, পান্ডন-৭৬ আনন্দ, কাঞ্চন, বলাকা, দোয়েল, শতাব্দী সৌরভ প্রভৃতি। দেশে ২০২১-২২ অর্থ বছরে উৎপন্ন গমের পরিমাণ প্রায় ১২.২৬ লাখ মেট্রিক টন (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২২)।

তথ্য কণিকা

- বাংলাদেশে উৎপন্ন কিছু উন্নত জাতের গম- অগ্রণী, আনন্দ, আকবর, কাঞ্চন, দোয়েল, বরকত, বলাকা।
- দেশে বছরে গমের উৎপাদন- ১২.২৬ লাখ মে.টন (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২২)।
- বাংলাদেশে সর্বাধিক গম উৎপাদিত হয় – নাটোর জেলায়।
- বাংলাদেশে গম চাষ হয় – শীত মৌসুমে।
- গম গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত – নশিপুর, দিনাজপুর।
- বর্ণালী ও গুণ – উন্নত জাতের ভুট্টা।
- ব্র্যাক উদ্ভাবিত হাইব্রিড ভুট্টার নাম – উত্তরণ।



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. পাখি ছাড়া দোয়েল কী?

- ক) ধান খ) গম
গ) পাট ঘ) ভুট্টা

খ

২. উন্নত জাতের ভুট্টা নয় কোনটি?

- ক) শুভ্রা খ) বর্ণালী
গ) মোহর ঘ) সুফলা

ঘ

৩. গমের উন্নত জাত কোনটি?

- ক) বিনা খ) হিরা
গ) আনন্দ ঘ) প্রগতি

গ

তৈলবীজ

বাংলাদেশে উৎপাদিত প্রধান প্রধান তৈলবীজ হচ্ছে সরিষা, চীনাবাদাম, তিল, সূর্যমুখী, সয়াবিন, তিসি প্রভৃতি। দেশে তৈলবীজের উৎপাদন একর প্রতি গড়ে ৩৭০ কেজি। আমাদের দেশে তৈলবীজের মধ্যে সরিষার চাষ সর্বাধিক। ‘সফল’ ও ‘অগ্রণী’ হলো উন্নতজাতের সরিষা। বাংলাদেশে সাড়ে ৫ লাখ একর জমিতে সরিষা জন্মে।

তথ্য কণিকা

- দেশের প্রধান প্রধান তৈলবীজ হলো- সরিষা, চীনাবাদাম, তিল, সূর্যমুখী, সয়াবিন, তিসি, নারিকেল, বাজনা, পীতরাজ প্রভৃতি।
- বাংলাদেশে সরিষা জন্মে- সাড়ে ৫ লাখ একর জমিতে।

৪. গম উৎপাদনে শীর্ষ জেলা কোনটি?

- ক) দিনাজপুর খ) ফরিদপুর
গ) ঠাকুরগাঁও ঘ) ময়মনসিংহ

গ

৫. ভুট্টা গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?

- ক) ফরিদপুর
খ) ময়মনসিংহ
গ) দিনাজপুর
ঘ) রাজশাহী

গ

বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ

গাজীপুরের জয়দেবপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এর প্রতিষ্ঠাকাল ৪ আগস্ট, ১৯৭৬। এটি আমাদের খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর ৬টি শস্য গবেষণা কেন্দ্র, ৬টি আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র এবং ২৩টি উপকেন্দ্র রয়েছে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

গাজীপুর জেলার জয়দেবপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট। এর প্রতিষ্ঠাকাল ১ অক্টোবর, ১৯৭০। সারা দেশে এর আরও ৫টি শাখা কার্যালয় রয়েছে।

- ‘স্বর্ণা’ সারের উদ্ভাবক : আবদুল খালেক (১৯৮৭ সাল)।
কৃষি উদ্যান : কাশিমপুর, গাজীপুর।
কৃষিনীতি প্রণীত হয় : ১৯৯১ সালে।

- বিনা প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৯৭২ সালে।
- কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৯৭৫ সালে।
- IRDP হল : সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী।
- দেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প : তিস্তা বাঁধ প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতাধীন বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর জেলা।
- দেশে কৃষিশুমারি হয়েছে : ছয়টি; এগুলো ১৯৭৭, ৮৬, ৯৭, ২০০২, ২০০৮ ও ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত হয়।
- সার্ক কৃষি তথ্যকেন্দ্র অবস্থিত ফার্মগেট, ঢাকা (১৯৮৯) বাংলাদেশ কৃষি তথ্য সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬১ সালে।

কৃষি বিষয়ক কিছু সংস্থার অবস্থান

নাম	অবস্থান
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	জয়দেবপুর, গাজীপুর
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	জয়দেবপুর, গাজীপুর
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	ময়মনসিংহ
বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট)	ঈশ্বরদী, পাবনা
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট	শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
বাংলাদেশ মৌমাছি গবেষণা ইনস্টিটিউট	ঢাকা
বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ইনস্টিটিউট	রাজশাহী
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	সাভার, ঢাকা
বাংলাদেশ আম গবেষণা কেন্দ্র	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
বাংলাদেশ গম গবেষণা কেন্দ্র	নশিপুর, দিনাজপুর



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

- ডাল গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
ক) কুষ্টিয়া খ) বগুড়া
গ) পাবনা ঘ) রাজবাড়ী
- উদ্যানভিত্তিক গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
ক) গাজীপুর খ) বগুড়া
গ) পাবনা ঘ) রাজবাড়ী
- মসলা গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
ক) গাজীপুর খ) বগুড়া
গ) পাবনা ঘ) রাজবাড়ী
- BRRI প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
ক) ১৯৭৬ খ) ১৯৭৫
গ) ১৯৭০ ঘ) ১৯৬১
- নিচের কোন জাতের ধান জোয়ার ভাটা এলাকায় চাষ হয়?
ক) ব্রি-২৮ খ) ব্রি-২৭
খ) ব্রি-জিঙ্ক সমৃদ্ধ ঘ) বি-আর-২
- মঙ্গা এলাকায় চাষ উপযোগী ধান-
ক) বি-আর-৪ খ) বিনা-৬
গ) ব্রি-৩৩ ঘ) ব্রি-২৭
- BINA কোথায় অবস্থিত?
ক) গাজীপুর
খ) ফরিদপুর
গ) ময়মনসিংহ
ঘ) কুষ্টিয়া
- BINA- Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) ১৯৬১ খ) ১৯৬৪
গ) ১৯৬৭ ঘ) ১৯৬৫
- BADC এর সদর দপ্তর কোথায়?
ক) ম্যানিলা খ) ঢাকা
গ) ময়মনসিংহ ঘ) গাজীপুর
- প্রধান বীজ উৎপাদনকারী সরকারী প্রতিষ্ঠান-
ক) BARI খ) BARRI
গ) BADC ঘ) BINA
- দেশের বৃহত্তম বহুবিধ ফসল গবেষণা প্রতিষ্ঠান কোনটি?
ক) BARI খ) BARRI
গ) BADC ঘ) BINA

□ বৃহত্তম কৃষি খামার

ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানার দত্তনগর কৃষি খামার বাংলাদেশের বৃহত্তম কৃষি খামার। ১৯৬২ সালে এ খামারের কার্যক্রম শুরু হয়। এতে জমির পরিমাণ ২৩৩৭ একর।

□ ফসলের উচ্চফলনশীল জাত

- ধান : হীরা, ময়না, চান্দিনা, মালা, বিপ্লব, ব্রিশাইল, দুলাভোগ, ইরাটম, আশা, প্রগতি, মুক্তা, ব্রি হাইব্রিড ধান- ১, বাউ-১৬, আলোক-৬২১০, সোনার বাংলা-১, সুপার রাইস প্রভৃতি।
- গম : বলাকা, দোয়েল, শতাব্দী, অথানী, সোনালিকা, আনন্দ, আকবর, কাঞ্চন।

- তামাক : সুমাত্রা ও ম্যানিলা।
- আলু : ডায়মন্ড, কার্ডিনেল, কুফরী ও সিন্দুরী।
- আম : মহানন্দা, মোহনভোগ, ল্যাংড়া, গোপালভোগ, হিমসাগর, আশোপালি, হাড়িয়াভাগা, লক্ষণভোগ, ফজলি।
- মরিচ : যমুনা।
- টমেটো : বাহার, মানিক, রতন, অপূর্ব, মিস্টো, বুঝকা, সিন্দুর, ও শ্রাবণী।
- বেগুন : ইওরা, শুকতারা ও তারাপুরী।
- কলা : অমৃতসাগর, মেহেরসাগর, সবরি, সিঙ্গাপুরী, অগ্নিশ্বর, কানাইবাঁশী, মোহনবাঁশী, বীটজবা।

তরমুজ	: পদ্মা, মধুমতী, টপইন্ত, ডব্লিউএম-০০২, ডব্লিউএম-০০৩।
পাট	: ধবধবে, ডি-১৫৪, সিলি-৪৫, সিডিই-৩, অ্যাটম পাট-৩৮, সবুজ পাট (সিডিএল ১), ফাল্লুদী তোষা ও ৯৮৯৭ ও ৪।
তুলা	: রূপালি, ডেলফোজ, ডেল্টা পাইন ১৬, বিএসি ৭।
ভুট্টা	: বর্ণালী, শুভ্রা, খই ভুট্টা, মোহর, সুপার সুইট কর্ণ সোয়ান-২, বারিভুট্টা-৫, বারিভুট্টা-৬, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১।
সয়াবিন	: ব্রাগ, ডেভিস, সোহাগ, বাংলাদেশ সয়াবিন-৪।
তিসি	: নীলা।
সূর্যমুখী	: কিরণী (ডিএস-১১)
ফুলকপি	: আলি স্নোবল, হোয়াইট ব্যারন, ট্রিপিক্যাল, রান্ধুসী, বারী ফুলকপি-১।
কচু	: বিলাসী, লতিরাজ।
গোলমরিচ	: জৈন্তা।
বাঁধাকপি	: প্রভাতী, এ্যাটলাস-৭০, গোল্ডেন ক্রস, কে ওয়া ক্রস, গ্রিন এক্সপ্রেস, ড্রামহেড, বারি বাঁধাকপি-১, বারি বাঁধাকপি।
মূলা	: তাসাকি সান মূলা-১, মিনু আলি, বারি মূলা-১, বারি মূলা-২, বারি মূলা-৩।
হলুদ	: ডিমলা, সুন্দরী।
পেয়ারা	: কাজী পেয়ারা, স্বরূপকাঠি, কাঞ্চন নগর, মুকুন্দপুরী।

তথ্য কণিকা

- প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য- ধান, পাট, ইক্ষু, চা, তামাক, গম, তেলবীজ, যব আলু ও তুলা।
- সবচেয়ে বেশি গোল আলু উৎপন্ন হয়- বৃহত্তর ঢাকা জেলায়। ঢাকার মুন্সীগঞ্জ জেলায় সর্বাধিক আলু উৎপন্ন হয়।
- একটি উন্নত জাতের ইক্ষুর নাম- ইশ্বরদী-২৫৪।
- তুলা উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়- ১৯৭২ সালের ১৪ ডিসেম্বর, ঢাকার ফার্মগেট। এটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে।
- সর্বাধিক আখ উৎপন্ন হয় - রংপুরে।
- সর্বাধিক কলা উৎপন্ন হয় - টাঙ্গাইল (বর্তমান)।
- ভুট্টার উন্নতজাতের জাত- বর্ণালি, শুভ্রা।
- উত্তরা হলো- উন্নত জাতের বেগুন।
- সবচেয়ে বেশি আনারস উৎপন্ন হয় - পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে।
- একটি উন্নতজাতের ইক্ষুর নাম- ইশ্বরদী-২৫৪।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. নদী ছাড়া পদ্মা কী?

- ক. বেগুন খ. তরমুজ
খ. বাঁধাকপি ঘ. টমেটো

খ

২. হীরা ও ডায়মন্ড কিসের নাম?

- ক. গম খ. ভুট্টা
গ. আলু ঘ. পাট

গ

৩. নদী ছাড়া যমুনা কিসের নাম?

- ক. তরমুজ খ. মরিচ
গ. বেগুন ঘ. ভুট্টা

খ

৪. বর্ণালি ও শুভ্রা কী?

- ক. উন্নত জাতের গম খ. উন্নত জাতের ভুট্টা
গ. উন্নত জাতের পাট ঘ. উন্নত জাতের আম

খ

□ বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ

মাছে-ভাতে বাঙালি। এ উক্তির মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের সাথে বাঙালির সম্পর্কের দিকটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। মৎস্য সম্পদ বাঙালি ঐতিহ্যের অংশ। বাংলায় জলাভূমির আধিক্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়, ব্যক্তি উদ্যোগে মাছের উৎপাদন, খাদ্য হিসেবে মাছের প্রতি সাধারণ মানুষের ব্যাপক আগ্রহ প্রভৃতি এ দেশবাসীকে মৎস্য সম্পদের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। মৎস্য স্থান করে নিয়েছে জনগণের জীবনযাত্রার অংশ হিসেবে। এক সময়ের সৌখিন ও বিচ্ছিন্ন মৎস্য চাষ কালের পরিক্রমায় বাণিজ্যিক ও সমন্বিত রূপ লাভ করেছে। মূল্যবৃদ্ধি এবং লাভজনক সেক্টর হওয়ায় মৎস্য আহরণ ও মৎস্য চাষে জেলেদের পাশাপাশি অনেক বেকার যুবক এগিয়ে আসছে। আর যৌথ প্রচেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সাফল্য খুলে দিয়েছে মৎস্য চাষে ব্যাপক সম্ভাবনার দ্বার। চিংড়ি রপ্তানিতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হওয়ায় ইতোমধ্যে চিংড়িসম্পদ বাংলাদেশ 'হোয়াইট গোল্ড' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে এর পাশাপাশি দেশীয় বাজারে মাছের বর্ধিত চাহিদা ও মূল্য মৎস্য সম্পদের বাণিজ্যিক দিককে জনগণের সামনে উচ্চাকাঙ্ক্ষী করেছে।

□ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

- বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI) প্রতিষ্ঠিত হয়-১৯৪৮ সালে।
- BFRI এর পূর্ণরূপ- Bangladesh Fisheries Research Institute.
- একে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট নামে অভিহিত করা হয়- ১৯৯৬ সালে।

■ প্রতিষ্ঠাকাল সদর দপ্তর করা হয়- চাঁদপুর নদী কেন্দ্রে।

- এর সদর দপ্তর ময়মনসিংহ স্বাদুপানি কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হয়- ১৯৮৬ সালে।

মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র

কেন্দ্রের নাম	স্বাদু পানির মাছ চাষ গবেষণা	সদর দপ্তর
১. স্বাদু পানি কেন্দ্র	স্বাদু পানির মাছ চাষ গবেষণা	ময়মনসিংহ
২. নদী কেন্দ্র	নদীর মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের গবেষণা	চাঁদপুর
৩. লোনা পানি কেন্দ্র	লোনা পানির মাছ গবেষণা	পাইকগাছা, খুলনা
৪. সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র	সমুদ্রের মাছ চাষ ও সংগ্রহ, উৎপন্ন পণ্য উন্নয়ন ও গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গবেষণা	কক্সবাজার
৫. চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র	চিংড়ি গবেষণা	বাগেরহাট

□ উপকেন্দ্রগুলো হলো

১. রাঙ্গামাটি কাণ্ডাই লেক উপকেন্দ্র (রাঙ্গামাটি)।
২. সান্তাহার প্লাবনভূমি উপকেন্দ্র (বগুড়া)।
৩. খেপুপাড়া নদী উপকেন্দ্র (পটুয়াখালী)।
৪. যশোর স্বাদুপানি উপকেন্দ্র (যশোর)।
৫. সৈয়দপুর স্বাদুপানি উপকেন্দ্র (নীলফামারী)।



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. মোট ইলিশের কত শতাংশ বাংলাদেশের উৎপাদিত হয়?

- ক) ৩৫% খ) ৮৬%
গ) ৫০% ঘ) ৭০%

খ

২. জিডিপিতে ইলিশের অবদান-

- ক) ১% খ) ১০%
গ) ১২% ঘ) ৫০%

ক

৩. বর্তমানে বাংলাদেশে ইলিশে অভয়াশ্রমের সংখ্যা কয়টি?

- ক) ৪ খ) ৬
গ) ৮ ঘ) ১০

খ

৪. স্বাদু পানির মাছ বৃদ্ধি হারে বাংলাদেশে এখন বিশ্বে কত তম?

- ক) ১ম খ) ২য়
গ) ৩য় ঘ) ৪র্থ

গ

৫. মাছ চাষে টানা ৭ বার পঞ্চম হয়েছে নিচের কোন দেশ?

- ক) বাংলাদেশ খ) মালয়েশিয়া
গ) থাইল্যান্ড ঘ) ভিয়েতনাম

ক

৬. বাংলাদেশের কোন বিভাগে সবচেয়ে বেশি ইলিশ আহরিত হয়?

- ক) চট্টগ্রাম খ) ঢাকা
গ) খুলনা ঘ) বরিশাল

ঘ

খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা মেটানো সরকারের প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য পূরণে দেশজ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নকে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা নিরসন, উন্নতমানের ও উচ্চফলনশীল বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষকের চাহিদা ও বাজার চাহিদা ভিত্তিক (System based) এবং সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় কীট পতঙ্গ/রোগবালাই মুক্ত, খরা/লবণাক্ততা সহিষ্ণু, আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী এবং স্বল্প-সময়ে (Short- duration) ফসল পাওয়া যায় এরূপ শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণসহ সার্বিক কৃষি গবেষণাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পরমাণু ও জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে লবণাক্ততা সহিষ্ণু এবং স্বল্প-সময়ের শস্যের জাত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মার্চ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিশাল উপকূলীয় এলাকা ধান চাষের আওতায় আনার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তদ্রূপ স্বল্প-সময়ের (সর্বোচ্চ ১১০দিন) উৎপাদিত শস্যের জাত চাষের ফলে দেশের মঙ্গাপীড়িত এলাকায় অভাবের সময় খাদ্যাভাব দূর করে মানুষের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে।

কৃষি উপকরণে পর্যাপ্ত ভর্তুকি প্রদান, ন্যায্য মূল্যে কৃষি উপকরণ সহজলভ্যকরণ ও এর সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ ও সেচ যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতা বৃদ্ধি, লক্ষ্যভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষিজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ, ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণসহ সকল কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূ-উপরস্থ পানি ব্যবহার করে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও হাওর এলাকায় পরিকল্পিত পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে কৃষি জমির আওতা সম্প্রসারণ ও একাধিক ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের উৎপাদিত শস্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হওয়ার কারণে তাঁদেরকে শস্যমূল্য সহায়তার জন্য কৃষিবিমা এবং কৃষক পর্যায়ে কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার জন্যও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন:

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হয়েছিল ৪৪৩.৫৬লক্ষ মেট্রিক টন। তন্মধ্যে, আউশ ৩২.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৪৪.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ১৯৮.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন, গম ১০.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন ও ভুট্টা ৫৬.৬৩ লক্ষ মেট্রিক টন। বিবিএস এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২১-২২

অর্থবছরে আউশ ৩৪.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৫০.৪৭ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন হয়েছে এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী এ অর্থবছরে ভুট্টার উৎপাদন হয়েছে ৫৮.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন। বোরো ধান এর লক্ষ্যমাত্রা ২০৯.৫১ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম এর ১২.২৬ লক্ষ মেট্রিক টন অর্জিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, বোরো ধান ও গম ফসল মার্চে থাকায় এর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দেখানো হয়েছে।

➤ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ অনুযায়ী, মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৬৫.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২২)।

➤ খাদ্য অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৮৪ সালে

➤ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ কার্যকর হয়- ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

সারণি: খাদ্যশস্য উৎপাদন

খাদ্য শস্য	২০২১-২২ (লক্ষমাত্রা)
আউশ	৩৪.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন
আমন	১৫০.৪৭ লক্ষ মেট্রিক টন
বোরো	২০৯.৫১ লক্ষ মেট্রিক টন
মোট চাল	৩৯৪.৮১ লক্ষ মেট্রিক টন
গম	১২.২৬ লক্ষ মেট্রিক টন
ভুট্টা	৫৮.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন
মোট	৪৬৫.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন

[অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২]

☑ খাদ্য ব্যবস্থাপনা:

অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ:

গত ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিলো ১৪-০৪ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৩.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন)। তন্মধ্যে বোরো এবং আমন ফসল থেকে ১৪.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল সংগৃহীত হয়েছে।

☑ খাদ্যশস্য আমদানি:

গত ২০২১-২২ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত) সার্বিকভাবে সরকারি ব্যবস্থাপনায় দেশে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন, (চাল ৭.৩২ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ৬.০১ লক্ষ মেট্রিক টন)। বেসরকারি খাতে ৩.০৪ লক্ষ মে.টন চাল ও ২৪.৬৫ লক্ষ মে. টন গম সহ মোট ২৭.৬৯ লক্ষ মে.টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছে (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২২)।



☑ সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ:

সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার বিভিন্ন চ্যানেলে নির্ধারিত আয়ের সরকারি কর্মচারি ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার খাদ্য সহায়তা দিয়ে থাকে। এর আওতায় নগদ সহায়তা (Monetised) আকারে (ওএমএস, ফেয়ার প্রাইজ কার্ড, ৪র্থ শ্রেণি কর্মচারী, মুক্তিযোদ্ধা, গার্মেন্টস শ্রমিক ও অন্যান্য) এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বা সরাসরি খাদ্য সহায়তা (non-monetised) হিসেবে (কাজের বিনিময়ে খাদ্য-কাবিতা, টিআর, ভিজিএফ, ভিজিডি, জিআর ও অন্যান্য) খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়।

গত ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে ২৪.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়েছে। এর বিপরীতে ২০২১ পর্যন্ত নগদ সহায়তা খাতে (ইপি, ওপি, এল.ই, ও.এ.ম.এস, ফেয়ার প্রাইজ কার্ড, ৪র্থ শ্রেণি কর্মচারী, মুক্তিযোদ্ধা, গার্মেন্টস শ্রমিক) ৭.২৯ লক্ষ মেট্রিক টন এবং সরাসরি খাদ্য সহায়তা হিসেবে (কাবিতা, টিআর, ভিজিএফ, ভিজিডি, জিআর ও অন্যান্য) ১৫.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন অর্থাৎ সর্বমোট ২২.৮৯ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২২)।

☑ খাদ্যশস্য ধারণ ক্ষমতা:

২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত খাদ্য গুদামসমূহের মোট ধারণক্ষমতার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২১.৮৬ লক্ষ মেট্রিক টন।

☑ নিরাপদ খাদ্য:

জনসাধারণের জন্য ভেজালমুক্ত ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ‘নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩’ গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে কার্যকর করা হয়েছে এবং ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ থেকে ‘বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ’ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

সমগ্র দেশে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সকল খাদ্য ও খাদ্য উপাদান উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্রস্তুতকরণ ও বিপণন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং উৎকৃষ্ট পদ্ধতির অনুশীলন ও তা অনুশীলনে উপাত্ত বিশ্লেষণ, সমাধান প্রভৃতি কার্যক্রম ‘বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ’ এর দায়িত্বের মধ্যে থাকবে।

বিভিন্ন কালচার

মৌমাছি চাষ	এপিকালচার (Apiculture)
রেশম চাষ	সেরিকালচার (Sericulture)
মৎস্য চাষ	পিসিকালচার (Pisciculture)
উদ্যানতত্ত্ব	হর্টিকালচার (Horticulture)
পাখি চাষ	এভিকালচার (Aveiculture)
চিংড়ি চাষ	প্রনকালচার (Prawniculture)

বাংলাদেশের প্রাণিজ সম্পদ

বাংলাদেশের গবাদি পশুর ভ্রুণ প্রথম বদল করা হয়	৫ মে, ১৯৯৫ সালে
বাংলাদেশ গবাদি পশু গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত	ঢাকার সাভারে
কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার অবস্থিত	ঢাকার সাভারে
দুগ্ধজাত সামগ্রীর জন্য বিখ্যাত লাহিড়ীমোহন হাট অবস্থিত	পাবনায়
গোচারণের জন্য বাখান আছে	পাবনা ও সিরাজগঞ্জে
মহিষ প্রজনন কেন্দ্র অবস্থিত	বাগেরহাটে
ছাগল প্রজনন কেন্দ্র অবস্থিত	সিলেটের টিলাগড়ে

ছাগল উন্নয়ন ও পাঠা কেন্দ্র অবস্থিত	রাজবাড়ি হাট
বন্য প্রাণি প্রজনন কেন্দ্র (সরকারি) অবস্থিত	করমজল, সুন্দরবন
হরিণ প্রজনন কেন্দ্র অবস্থিত	কক্সবাজার জেলার ডুলাহাজরায়
কুমির প্রজনন কেন্দ্র অবস্থিত	ময়মনসিংহের ভালুকায়
গাধা প্রতিপালন কেন্দ্র অবস্থিত	রাঙামাটি জেলায়
উন্নত জাতের গাভী	হরিয়ানা, সিন্ধী, ফ্রিসিয়ান, হিসাব, জারসি, শাহীওয়াল, আয়ের শায়ের ইত্যাদি।
সবচেয়ে বেশি দুগ্ধপ্রদানকারী গাভীর জাত-	ফ্রিসিয়ান।
ব্রয়লার	যে সকল মুরগী কেবল মাংস উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, তাদের ব্রয়লার বলে।
উন্নত জাতের ব্রয়লার মুরগী	হাইব্রো, স্টার ব্রো, ইন্ডিয়ান রোভার, মিনিব্রো
লেয়ার-	ডিমপাড়া মুরগীকে লেয়ার বলে।
সবচেয়ে বেশি ডিম দেয়	লেগহর্ন
মাংস ও ডিম উভয়টি পাওয়া যায়	রোড আইল্যান্ড রেড এবং অস্টরলক জাতের মুরগী থেকে
যমুনাপাড়ী ছাগলের অপর নাম	রামছাগল
ব্লাক বেঙ্গল	এক ধরনের ছাগল
বনরুই	এক ধরনের বিড়াল
ঘড়িয়াল দেখা যায়	পদ্মা নদীতে
মুরগীর রোগ	রাবীক্ষেত, বসন্ত, রক্তআমাশয়, কলেরা, বার্ড ফ্লু ইত্যাদি
হাঁসের রোগ	ডাক প্লগ, রোপা
গবাদি পশুর রোগ	গো-বসন্ত, যক্ষ্ম, ব্লাককোয়াটার, অ্যানথ্রাক্স

তথ্য কণিকা

- যে জাতের ছাগল বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় - ব্লাক বেঙ্গল বা কালো জাতের ছাগল।
- বাংলাদেশের হরিণ প্রজনন কেন্দ্রটি অবস্থিত - কক্সবাজার জেলার চকোরিয়াতে।
- বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি মহিষ প্রজন ও উন্নয়ন খামার অবস্থিত - ফকিরহাট, বাগেরহাট।
- মৎস্য অধিদপ্তর-এর ইংরেজি নাম - Department of Fisheries.
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর ইংরেজি নাম- Department of Livestock Services (DLS).
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কোথায় অবস্থিত - ফার্মগেট, ঢাকা।
- পশুসম্পদ অধিদপ্তরের বর্তমান নাম - প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
- বাংলাদেশের গবাদি পশুতে প্রথম ভ্রুণ বদল করা হয় - ৫ মে ১৯৯৫।
- পৃথিবীর যে অঞ্চল থেকে বাংলাদেশে অতিথি পাখি আসে- সাইবেরিয়া থেকে।
- বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম ওয়াইল্ড লাইফ রেসকিউ সেন্টার - জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার স্থাপিত হয় - ১৯৮৪ সালে (আয়তন ৮০ একর)।



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৯ অনুসারে দেশের গবাদি পশুর সংখ্যা কত?
ক. ৩৪৪০.২২ লক্ষ
খ. ৫৫৪.০২ লক্ষ
গ. ১১৮৫.০৩ লক্ষ
ঘ. ১০০ লক্ষ
২. নিচের কোন দেশে মাংস ও পশু পণ্য রপ্তানি করা হয়?
ক. যুক্তরাজ্য
খ. যুক্তরাষ্ট্র
গ. জার্মানি
ঘ. রাশিয়া

৩. ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ সাল পর্যন্ত মাংস রপ্তানি হয় কত মেট্রিক টন?
ক. ১৯৫.০০ মেট্রিক টন
খ. ১৫০.২৯ মেট্রিক টন
গ. ২৯.৬০ মেট্রিক টন
ঘ. ১০০.৫০ মেট্রিক টন
৪. গবাদি পশু উৎপাদনে বাংলাদেশে বিশ্বে কততম?
ক. ১০ম
খ. ১২তম
গ. ১১তম
ঘ. ৮তম
৫. ছাগলের সংখ্যা ও মাংস উৎপাদনে বাংলাদেশে বিশ্বে কততম?
ক. ১ম
খ. ২য়
গ. ৪র্থ
ঘ. ৫ম

□ বিশ্ব ঐতিহ্য ও বাংলাদেশ

বিশ্বের ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানের প্রাচীনত্ব, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য প্রভৃতি মূল্যায়নপূর্বক ইউনেস্কো প্রতিবছর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঘোষণা এবং তা সংরক্ষণে কার্যক্রম চালু করে। বাংলাদেশের ৩টি স্থান ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। ১৯৮৫ সালে ষাটগম্বুজ মসজিদ ও নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর, ১৯৯৭ সালে সুন্দরবন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকাভুক্ত হয়।

তথ্য কণিকা

- বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে - ইউনেস্কো (UNESCO)
- প্রথম বিশ্বঐতিহ্য ঘোষণা করা হয় - ১৯৭২ সালে।
- বাংলাদেশে ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য- ৩টি।
ক) পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার,
খ) ষাট গম্বুজ মসজিদ,
গ) সুন্দরবন।
- পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারকে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করা হয় - ১৯৮৫ সালে (৩২২তম)।
- ষাট গম্বুজ মসজিদকে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করা হয় - ১৯৮৫ সালে (৩২১ তম)।
- সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করা হয় - ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে।
- সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় - ৭৯৮ তম।
- [সূত্র : Whc. Unesco.org/en/list/798]
- বিশ্ব ঐতিহ্যে অন্তর্ভুক্তির জন্য অপেক্ষমান বাংলাদেশের ৫টি ঐতিহ্য - হলুদ বিহার, জগদল বিহার, মহাস্থানগড় (রাজশাহী), লালবাগ কেল্লা (ঢাকা), লালমাই পাহাড় অঞ্চল (কুমিল্লা)

□ বাংলাদেশের পানিসম্পদ

সকল জীবের অস্তিত্বের জন্য পানি অপরিহার্য একটি প্রাকৃতিক উপাদান। আমাদের ভূ-মণ্ডলে, তথা প্রাকৃতিক পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতার অন্তর্গত যতগুলো উপাদান আছে তার মধ্যে পানি হলো একক অপরিহার্য একটি উপাদান। এর উপর টিকে আছে জাগতিক সকল জীবন, বলা যায় বেশির ভাগ বস্তু ও জীব। বাংলাদেশকে বলা হয় নদীমাতৃক দেশ। সুপ্রাচীনকাল থেকেই দেশের শিল্প, কৃষি সকল ক্ষেত্র নদী বা পানির উপর নির্ভরশীল। অনেকগুলো নদী বাংলাদেশ-ভারত উভয়ের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত কিন্তু বাংলাদেশ তার ভৌগোলিক বা ভূ-প্রাকৃতিক কারণে ভাটির দেশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ ভূ-প্রাকৃতিকভাবে নিম্নাঞ্চল ও বটে। যোথ নদী কমিশনের মতে বাংলাদেশে ৫৭টি নদীর আন্তঃবর্ডার

সংযোগ রয়েছে। যার মধ্যে ৫৪টি নদী ভারতীয় ভূখণ্ড হতে এদেশে প্রবেশ করেছে এবং মায়ানমার হতে ৩টি নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

তথ্য কণিকা

- বাংলাদেশে পানি সম্পদের চাহিদা সবচেয়ে বেশি- কৃষি খাতে।
- বাংলাদেশে পানীয় জলের জন্য অধিকাংশ মানুষ নির্ভর করে - নলকূপের পানির উপর।
- বাংলাদেশের পানিতে বিপজ্জনক মাত্রার চেয়ে বেশি আর্সেনিক পাওয়া গেছে - অগভীর নলকূপের পানিতে।
- বাংলাদেশে নলকূপের পানিতে প্রথম আর্সেনিক ধরা পড়ে - ১৯৯৩ সালে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়।
- পানিতে স্বাভাবিকমাত্রার চেয়ে বেশি আর্সেনিক পাওয়া গেছে - ৬১ টি জেলায়।
- পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক পাওয়া যায়নি - ৩টি জেলায়। যথা- রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায়।
- বাংলাদেশে সর্বাধিক আর্সেনিক আক্রান্ত জেলা - চাঁদপুর।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর মতে পানিতে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা - ০.০৫ মি.গ্রা./লিটার
- বাংলাদেশের খাবার পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা - ১.০১ মি.গ্রা./লিটার।
- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আর্সেনিক ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয় - গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে।
- আর্সেনিক দূরীকরণে সনো ফিল্টারের উদ্ভাবক - প্রফেসর আবুল হুসসাম।
- আর্সেনিক দূরীকরণে আর্থ ফিল্টারের উদ্ভাবক - অধ্যাপক দুলালী চৌধুরী।

□ বাংলাদেশের পানি শোধনাগার

পানি শোধনাগার	নির্মাণকাল	Key points
১. চাঁদনীঘাট, ঢাকা	১৮৭৪ খ্রিঃ	বাংলাদেশের প্রথম পানিশোধনাগার
২. সোনাকান্দা, নারায়ণগঞ্জ	১৯২৯ খ্রিঃ	
৩. গোদানাইল, নারায়ণগঞ্জ	১৯৮৯ খ্রিঃ	
৪. সায়েদাবাদ, ঢাকা	২০০২ খ্রিঃ	
৫. জশলদিয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ	২০১৫ খ্রিঃ	বাংলাদেশের বৃহত্তম পানি শোধনাগার



সেচ প্রকল্প, বাঁধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ

□ যৌথ নদী কমিশন

বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশন ১৯৭২ সালে গঠিত হয়। বাংলাদেশে প্রবাহিত অভিন্ন ৫৭ টি নদীর ৫৪ টিই ভারত হতে এসেছে। এ পর্যন্ত যৌথ নদী কমিশনের যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেগুলো হলো-১) গঙ্গা ও তিস্তা নদীর যৌথ জরিপ, ২) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদের উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ৩) শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রবাহ বৃদ্ধির সম্ভাবনা পরীক্ষা, ৪) নদীর ধারাপথের উন্নতি সাধন, ৫) সীমান্ত নদী সম্পর্কে আলোচনা ও সমাধানের উদ্ভাবন।

□ গঙ্গা-কপোতাক্ষ পরিকল্পনা

গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ১৯৫৪ সালে। প্রকল্পের আওতায় কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারায় হার্ডিঞ্জ সেতুর কাছে পদ্মা নদীতে পাম্পের সাহায্যে পানি তুলে খালে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মজে যাওয়া কপোতাক্ষ নদকে প্রধান খাল হিসেবে ব্যবহার এবং কয়েকটি উপখালের জন্য খননকার্য পরিচালনা করা হয়। এটি বর্তমানে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সেচ প্রকল্প।

□ তিস্তা বাঁধ প্রকল্প

তিস্তা বাঁধ প্রকল্প বর্তমানে বাংলাদেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প। এ প্রকল্পের মূল পরিকল্পনা ১৯৩৫ সালে তৈরি করা হয়। ১৯৮০ সালে প্রকল্পে অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হলে ভৌত কাজ শুরু হয়। ১৯৯৬ সালের জুনে প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়। এটি দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার ৩৫ টি থানার ৫৪০৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত।

□ ফ্লাড একশন প্ল্যান

Flood Action Plan নদী শাসন কার্যক্রমের একটি প্রকল্প। প্রকল্পের আওতায় বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি থানার কালিতলা নামক স্থানে গ্রোয়েন উন্নয়ন, ব্রহ্মপুত্র ও বাঙ্গালী নদীর একত্রীকরণ রোধ এবং বগুড়ার মাথুরাড়া ও সিরাজগঞ্জে নদীর তীর সংরক্ষণের কাজ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৫ সালের বন্যায় ফ্লাড একশন প্ল্যান এর নদী শাসন প্রকল্প গাইবান্ধায় ভেঙ্গে পড়ে।

তথ্য কণিকা

- বাংলাদেশের প্রথম সেচ প্রকল্প - গঙ্গা-কপোতাক্ষ (G-K) সেচ প্রকল্প, ১৯৫৪ সালে স্থাপিত হয়।
- GK প্রকল্পের আওতাভুক্ত অঞ্চল - কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প - তিস্তা বাঁধ প্রকল্প।
- তিস্তা বাঁধ অবস্থিত - লালমনিরহাট জেলায়।
- তিস্তা বাঁধ প্রকল্পে আওতাভুক্ত অঞ্চল - রংপুর ও দিনাজপুর।
- তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু হয় - ১৯৫৯-৬০ সালে।
- তিস্তা বাঁধ প্রকল্প উদ্বোধন করা হয় - ৫ আগস্ট, ১৯৯০।
- DND বাঁধের পুরো নাম - ঢাকা-নারায়নগঞ্জ-ডেমরা।
- বাকল্যাড বাঁধ অবস্থিত - বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ব্রিটিশ আমলে বাঁধ নির্মাণ করা হয়।



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. নিম্নের কোনটি বন্যা নিয়ন্ত্রন প্রকল্প?

- ক. কর্ণফুলী বহুমুখী প্রকল্প খ. গঙ্গা-কপোতাক্ষ
খ. ব্রহ্মপুত্র প্রকল্প গ. দিনাজপুর প্রকল্প

২. DND বাঁধের পুরো নাম কী?

- ক. ঢাকা-নারায়নগঞ্জ-ডেমরা
খ. ঢাকা-নাটোর-দিনাজপুর
গ. ঢাকা-নরসিংদী-ডিমলা
ঘ. ঢাকা-নড়াইল-দিনাজপুর

৩. DND বাঁধ কোন শহর রক্ষা করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল?

- ক. ঢাকা খ. কুমিল্লা
গ. বগুড়া ঘ. ফরিদপুর

৪. বাংলাদেশের বৃহৎ সেচ প্রকল্প কোনটি?

- ক. গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প খ. তিস্তা সেচ প্রকল্প
গ. কাপ্তাই সেচ প্রকল্প ঘ. ফেনী সেচ প্রকল্প

৫. তিস্তা বাঁধ কোন জেলায় অবস্থিত?

- ক. খুলনা খ. লালমনিরহাট
গ. পাবনা ঘ. কুষ্টিয়া

□ বাংলাদেশের খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ

- প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান মিথেন গ্যাস।
- বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেনের পরিমাণ ৯৫-৯৯.৯৯%।
- বর্তমানে ৩২তম দেশ হিসেবে বিশ্ব নিউক্লিয়ার ক্লাবে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র - ১০টি।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র - ভেড়ামাড়া (কুষ্টিয়া)।
- বাংলাদেশের প্রথম গ্যাসচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র - সিলেটের হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- বাংলাদেশের প্রথম কয়লাচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র - দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া।
- বাংলাদেশের প্রথম বার্জমাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র - খুলনার বার্জমাউন্টেড বিদ্যুৎকেন্দ্র।
- বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারী তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র - দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া।

- বাংলাদেশে পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র - ১টি। যথা-কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে - কর্ণফুলী নদীতে।
- কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয় - ১৯৬২ সালে।
- কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র কার্যক্রম শুরু করে - ১৯৬৫ সালে।
- কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা - ২৩০ মেগাওয়াট।
- বাংলাদেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম - রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প অবস্থিত - পাবনা জেলায়।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র - চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে।
- সিরাজগঞ্জের বাঘা বাড়িতে অবস্থিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নাম - বিজয়ের আলো।
- বাংলাদেশের প্রথম সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয় - নরসিংদী জেলার করিমপুর ও নজরপুরে।
- বাংলাদেশের প্রথম বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয় - ফেনীর সোনাগাজীতে।

- বিদ্যুৎ বিতরণের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান – Dhaka Electric Supply company Ltd (DESCO), Dhaka power Distribution Company Ltd (DPDC) Rural Electrification Board বা পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (REB)

- গ্রাম বাংলায় বিদ্যুতায়নের দায়িত্বে সরাসরিভাবে নিয়োজিত – পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (REB)

□ বাংলাদেশের বনজ সম্পদ

বাংলাদেশের বনাঞ্চল মূলত ত্রাণীয় বনেরই অন্তর্ভুক্ত। এই বনাঞ্চল পৃথিবীর সবচেয়ে উৎপাদনশীল ও ফলবান অঞ্চল। এখানে সূর্যের খাড়া তাপ পড়ে। প্রায় সারা বছর ধরে গরম আবহাওয়া বিরাজমান। বাংলাদেশে মোট স্থলভাগের ২৫ শতাংশ বনভূমির প্রয়োজনীয়তা থাকলেও, বাস্তবে মাত্র ১৫ শতাংশের কিছু বেশি পরিমাণ বনাঞ্চল রয়েছে। বাংলাদেশে মাথাপিছু বনভূমির পরিমাণ প্রায় ০.০২ হেক্টর। দেশের বনাঞ্চলের প্রায় ৪৭ শতাংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে, সুন্দরবন ও পটুয়াখালী উপকূল এলাকায় ২৭ শতাংশ এবং পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাসমূহে রয়েছে ২ শতাংশ। বাকী সব রাস্তা, বাঁধ ও অন্যত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

শ্রেণি বিভাগ:

গোষ্ঠী অনুযায়ী বাংলাদেশের বনভূমিকে ৩টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা-

১. ত্রাণীয় চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি।
২. ত্রাণীয় পাতাঝড়া বৃক্ষের বনভূমি।
৩. উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বন।

তথ্য কণিকা

- বাংলাদেশের বনভূমি মোট স্থলভাগের – শতকরা ১৩ ভাগ।
- রেলের স্লিপার তৈরিতে ব্যবহৃত হয় – গর্জন ও জারুল।
- বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ – ২.৫২ মিলিয়ন হেক্টর (বন অধিদপ্তর)।
- ভাওয়াল বনাঞ্চল অবস্থিত – গাজীপুরে।
- মধুপুর বনাঞ্চল অবস্থিত – টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলায়।
- মধুপুর বনাঞ্চলের প্রধান বৃক্ষ – শাল।
- উপকূলীয় সবুজ বেটনী সৃজন করা হয়েছে – ১০টি জেলায়।
- বৃক্ষরোপণে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের নাম – প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার।
- বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার প্রবর্তিত হয় – ১৯৯৩ সালে।
- বাংলাদেশে সামাজিক বনায়নের কার্যক্রম শুরু হয়েছে – ১৯৮১ সালে।
- সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী প্রথম শুরু হয় চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় – ১৯৮১ সালে।
- বাংলাদেশের একক বৃহত্তম বনভূমি – সুন্দরবন।
- বাংলাদেশের বনাঞ্চলের পরিমাণ মোট আয়তনের – ১৫.৮৫%।
- অঞ্চল হিসাবে বাংলাদেশের বৃহত্তম বনভূমি – পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বনভূমি (প্রায় ১২,০০০ বর্গ কিমি)।
- বিভাগ অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বনভূমি – চট্টগ্রাম বিভাগে (৪৩%)।
- জেলা অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বনভূমি – বাগেরহাট জেলায়।
- বাংলাদেশের দীর্ঘতম গাছের নাম – বৈলাম।
- সূর্যকন্যা বলা হয় – তুলা গাছকে।
- পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর গাছ – ইউক্লিপটাস।
- বনাঞ্চল থেকে সংগৃহীত কাঠ ও লাকড়ি – দেশের মোট জ্বালানির ৬০% পূরণ করে।
- দেশের যে বনাঞ্চলকে চিরহরিৎ বন বলা হয় – পার্বত্য বনাঞ্চল।

□ বনজসম্পদের ব্যবহার

- বাঁশ ও ঘাস : কর্ণফুলী ও সিলেট কাগজ কলের কাঁচামাল হিসেবে।
- গর্জন ও জারুল : রেলপথের স্লিপার তৈরিতে
- চাপালিশ ও গামারি : সাম্পান ও নৌকা তৈরিতে
- সেগুন : আসবাবপত্র তৈরিতে
- শাল : গৃহ, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক তারের খুঁটি ও আসবাবপত্র তৈরিতে।
- গেওয়া, ধুন্দল ও শিমুল : দিয়াশলাই তৈরিতে, পেন্সিল তৈরিতে ঘরের ছাউনি হিসেবে
- গোলপাতা : ছাতার বাট তৈরিতে।
- কুর্চি ছাতিম : টেক্সটাইল তৈরিতে।

□ সুন্দরবন

সুন্দরবন অসংখ্য দ্বীপ নিয়ে গঠিত বনাঞ্চল। ‘সুন্দরী’ বৃক্ষের প্রাচুর্যের কারণে সুন্দরবনের নামকরণ করা হয়। সুন্দরবনের অন্য নাম বাদাবন। সুন্দরবনের মোট আয়তন ১০০০০ বর্গকিমি.। বাংলাদেশ অংশে রয়েছে ৬০১৭ বর্গকিমি যা মোট বনভূমির ৬২ শতাংশ (বন অধিদপ্তর)। অবশিষ্টাংশ রয়েছে ভারতে। সুন্দরবনের বেশির ভাগই সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত। মাত্র ৯৫ বর্গকিলোমিটার পটুয়াখালী ও বরগুনায়ে অবস্থিত। সুন্দরী, গরান, গেওয়া, পশুর, ধুন্দল, কেওড়া, বায়েন বৃক্ষ সুন্দরবনে প্রচুর জন্মে। এ সকল উদ্ভিদের শ্বাসমূল থাকে। এছাড়া ছন ও গোলপাতা সুন্দরবন হতে সংগ্রহ করা হয়। রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ (Spotted Deer), বানর, সাপ এখানকার প্রধান প্রাণী। সুন্দরবনে বাঘ গণনার জন্য পাগমার্ক (পদচিহ্ন) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। সুন্দরী বড় বড় খুঁটি তৈরিতে, গেওয়া নিউজপ্রিন্ট ও দিয়াশলাই কারখানায়, ধুন্দল পেন্সিল তৈরিতে, গরান বৃক্ষের বাকল চামড়া পাকা করার কাজে, গোলপাতা ঘরের ছাউনিতে ব্যবহৃত হয়। এ বন থেকে প্রচুর মধু ও মোম আহরণ করা হয়। হিরণ পয়েন্ট, কটকা ও আলকি দ্বীপকে সুন্দরবনের অভয়ারণ্য বলা হয়।

তথ্য কণিকা

- সুন্দরবন নামকরণের কারণ – ‘সুন্দরী’ বৃক্ষের প্রাচুর্য।
 - পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন – সুন্দরবন।
 - বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় টাইডাল বন – সুন্দরবন।
 - সুন্দরবন ছাড়া বাংলাদেশের অন্য টাইডাল বন – সংরক্ষিত চকোরিয়া বনাঞ্চল।
 - বাংলাদেশের অন্তর্গত সুন্দরবনের আয়তন – ৬০১৭ বর্গ কিলোমিটার।
 - সুন্দরবনের অভয়ারণ্য বলা হয় – হিরণ পয়েন্ট, কটকা ও আলকি দ্বীপকে।
 - সুন্দরবনের বাঘ গণনার জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি – পাগমার্ক (পদচিহ্ন)।
- #### □ জাতীয় উদ্যান, বনপ্রাণীর অভয়ারণ্য, ইকো-সাফারি পার্ক
- দেশে প্রথম ইকোপার্ক স্থাপিত হয় – চট্টগ্রাম।
 - মাধবকুণ্ড ইকো পার্ক অবস্থিত – মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখায়।
 - বাংলাদেশে প্রথম সাফারি পার্কের নাম – বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, ডুলাহাজরা, কক্সবাজার।
 - বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বোটানিক্যাল গার্ডেনের নাম – বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেন।
 - বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯৬১ সালে।

- চৈতন্য নার্সারির প্রতিষ্ঠাতা নাম - ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
- ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন অবস্থিত - মিরপুর, ঢাকা।
- বাংলাদেশের প্রাচীনতম পার্ক - বাহাদুরশাহ পার্ক।
- বাংলাদেশের প্রাচীনতম গার্ডেন - বলধা গার্ডেন।
- প্রথম সাফারি পার্ক- ডুলাহাজরা, কক্সবাজার।

- বাংলাদেশের বৃহত্তম ও দ্বিতীয় সাফারি পার্ক - বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক (শ্রীপুর, গাজীপুর)।
- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সাফারি পার্ক নির্মিত হচ্ছে - গাজীপুরের কালিয়াকৈরে।
- বাংলাদেশের প্রথম প্রজাপতি পার্ক গড়ে উঠেছে - চট্টগ্রামে।



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ (mineral resources)-

- ক. কয়লা (Coal)
- খ. তৈল (Oil)
- গ. প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gas)
- ঘ. চুনাপাথর (Lime Ston)

২. বাংলাদেশের কোন গ্যাস ক্ষেত্রটি সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়?

- ক. বাখরাবাদ
- খ. সান্দু ভ্যালি
- গ. সালদা
- ঘ. হরিপুর

৩. মজুত গ্যাসের পরিমাণের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্যাস ফিল্ডের নাম?

- ক. কৈলাশটিলা
- খ. তিতাস
- গ. ছাতক
- ঘ. বাখরাবাদ

৪. সান্দু গ্যাস ক্ষেত্রটি কোথায় অবস্থিত?

- ক. কুমিল্লা
- খ. বঙ্গোপসাগরে
- খ. সিলেটে
- ঘ. ব্রাহ্মণবাড়িয়া

৫. বিয়ানীবাজার গ্যাসফিল্ডটি কোথায়?

- ক. কুমিল্লা
- খ. চট্টগ্রাম
- গ. রাজশাহী
- ঘ. সিলেট

৬. কামতা গ্যাস ক্ষেত্রটি অবস্থিত-

- ক. কামালপুর
- খ. সিলেট
- খ. পার্বত্য চট্টগ্রাম
- ঘ. গাজীপুর

৭. সালদা নদী গ্যাসক্ষেত্রটি বাংলাদেশে কোন জেলায় অবস্থিত?

- ক. ব্রাহ্মণবাড়িয়া
- খ. কুমিল্লা
- গ. সিলেট
- ঘ. ফেনী

৮. ইউনোকল যে দেশে তেল কোম্পানি-

- ক. বাংলাদেশ
- খ. কানাডা
- গ. যুক্তরাষ্ট্র
- ঘ. যুক্তরাজ্য

৯. নাইকো গ্যাস কোম্পানিটি কোন দেশের?

- ক. যুক্তরাষ্ট্র
- খ. কানাডা
- গ. ব্রিটেন
- ঘ. অস্ট্রেলিয়া

১০. বাংলাদেশে কোথায় প্রথম তেলক্ষেত্রে আবিষ্কৃত হয়?

- ক. কৈলাশটিলা
- খ. ফেঞ্চুগঞ্জ
- গ. হরিপুর
- ঘ. বাখরাবাদ

১১. বাংলাদেশে তেল-গ্যাস আবিষ্কারের সর্বোচ্চ সাফল্য কোন সংস্থাটি?

- ক. Unocol
- খ. Bapex
- গ. Occidental
- ঘ. Chevrom

১২. পিএসসি (PSC) শব্দটি কিসের সাথে যুক্ত?

- ক. গ্যাস অনুসন্ধান
- খ. কয়লা উত্তোলন
- গ. বিদ্যুৎ উৎপাদন
- ঘ. নদীর পানি ভাগাভাগি

১৩. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত কয়লা ক্ষেত্রে সংখ্যা-

- ক. ৪টি
- খ. ২টি
- গ. ৩টি
- ঘ. ৫টি

১৪. বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি আবিষ্কৃত হয়?

- ক. ১৯৮০
- খ. ১৯৮১
- খ. ১৯৮২
- ঘ. ১৯৮৫

১৫. দেশের প্রথম কয়লা শোধনাগার 'বিরামপুর হার্ডকোক লি.'- এর অবস্থান কোথায়?

- ক. দিনাজপুর
- খ. সিলেট
- গ. সুনামগঞ্জ
- ঘ. রংপুর

১৬. বাংলাদেশের কোথায় 'ব্ল্যাক গোল্ড' (তেজস্ক্রিয় বালু) পাওয়া যায়?

- ক. সিলেটের পাহাড়ে
- খ. কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে
- গ. সুন্দরবনে
- ঘ. লালমাই এলাকায়

১৭. রংপুর জেলার রানীপুকুর ও পীরগঞ্জে কোন খনিজ আবিষ্কৃত হয়েছে?

- ক. চুনাপাথর
- খ. কয়লা
- গ. চিনামাটি
- ঘ. তামা

□ বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ নয়। এদেশে খনিজ সম্পদ প্রাপ্তি প্রথম সূচনা হয় ১৯৫৫ সালে হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধানের মধ্য দিয়ে। স্বাধীনতা উত্তরকালে এদেশে খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান, উত্তোলন ও ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছে। দেশের বিশেষজ্ঞদের মতে, এদেশে খনিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

- ১. প্রাকৃতিক গ্যাস
- ২. কয়লা
- ৩. পীট
- ৪. খনিজ তেল
- ৫. চুনাপাথর
- ৬. কঠিন শিলা

৭. শ্বেত-মৃত্তিকা

৮. কাঁচ-বালি

৯. লৌহ-আকরিক

১০. খনিজ বালি

□ প্রাকৃতিক গ্যাস

বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তেল এবং গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খননের কাজ আরম্ভ হয়। প্রাথমিক কয়েকটি ব্যর্থ চেষ্টার পর ১৯৫৫ সিলেটের হরিপুরের প্রথম গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। এর পর পর্যায়ক্রমে ছাতক, রশিদপুর, কৈলাশটিলা, তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, সেমুতাং প্রভৃতি স্থানে গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। এ ৮টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের সময়কাল ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত আরো

৯টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। ১৯৯১ সাল থেকে গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান ব্যাপকতা আসে। বর্তমানে দেশে আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৮টি। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত ক্ষেত্রগুলোতে মোট প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদের পরিমাণ ৩৯.৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাতে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ২৮.৪২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (অর্থনৈতিকসমীক্ষা-২০২২)।

- প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ।
- বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ২৮টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

তথ্য কণিকা

- প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান মিথেন।
- বাংলাদেশে প্রথম গ্যাসফিল্ড আবিষ্কৃত হয় ১৯৫৫ সালে সিলেটের হরিপুরে।
- মজুদগ্যাসের দিক থেকে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গ্যাসক্ষেত্র হল তিতাস গ্যাসক্ষেত্র।
- বাংলাদেশ উপকূলীয় অঞ্চলে ২টি গ্যাসক্ষেত্র আছে। যথা- সান্দু ও কুতুবদিয়া।
- সমুদ্রে বাংলাদেশের প্রথম গ্যাসক্ষেত্র সান্দু।
- বাংলাদেশের সর্বশেষ গ্যাস ক্ষেত্র হলো- ভোলা নর্থ-১, ভোলা।
- ঢাকা শহরে গ্যাস সরবরাহ করা হয় তিতাস গ্যাস ক্ষেত্র হতে।
- গ্যাস সম্পদ দ্রুত অনুসন্ধানের লক্ষ্যে সরকার ১৯৮৮ সালে সমগ্র বাংলাদেশকে ২৩ টি ব্লকে বিভক্ত করে। এছাড়া বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকায় তেল গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য উক্ত এলাকাকে ২৮টি নতুন ব্লকে বিভক্ত করে সরকার আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করে। ব্লকগুলোর ১৭টি মিয়ানমার ও ১০টি ভারত নিজের দাবি করায় বাংলাদেশ-ভারত-মিয়ানমার সাম্প্রতিক বিরোধের সূত্রপাত হয়।

বাংলাদেশের ২৮টি গ্যাসক্ষেত্র নিম্নরূপ-

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| ১) হরিপুর, সিলেট | ২) ছাতক, সুনামগঞ্জ |
| ৩) রশিদপুর, মৌলভীবাজার, | ৪) তিতাস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, |
| ৫) কৈলাসটিলা, সিলেট, | ৬) হবিগঞ্জ |
| ৭) বাখরাবাদ, কুমিল্লা | ৮) সেমুতাং, খাগড়াছড়ি |
| ৯) কুতুবদিয়া, চট্টগ্রাম | ১০) বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী |
| ১১) ফেনী | ১২) বিয়ানীবাজার, সিলেট |
| ১৩) কামতা, গাজীপুর | ১৪) বিবিয়ানা, হবিগঞ্জ |
| ১৫) ফেধুগঞ্জ | ১৬) জালালাবাদ, সিলেট |
| ১৭) মেঘনা, কুমিল্লা | ১৮) নরসিংদী |
| ১৯) শাহবাজপুর, সিলেট | ২০) সালদা নদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া |
| ২১) সান্দু, বঙ্গোপসাগর | ২২) মাগুরছড়া, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার |
| ২৩) লালমাই, কুমিল্লা | ২৪) শ্রীকাইল, কুমিল্লা |
| ২৫) সুন্দলপুর, নোয়াখালী | ২৬) ভোলা নর্থ-১, ভোলা |
| ২৭) মোবারকপুর, পাবনা | ২৮) ভেদুরিয়া, ভোলা |

■ বাংলাদেশে খাতওয়ারি গ্যাসের ব্যবহার

বিদ্যুৎ কেন্দ্র-৪২.০০%, ক্যাপটিভ পাওয়ার-১৭%, শিল্প-১৮%, গৃহস্থালি-১৩%, সার কারখানা-৬.০০%, সি.এন.জি-৩.০০% বাণিজ্যিক-১.০০%, চা বাগান-০.০১০% (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২২)। ১৯৯৭ সালের ১৪ জুন মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার মাগুরছড়া গ্যাসক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ড হয়। এটি বাংলাদেশের কোন গ্যাসক্ষেত্রে প্রথম অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডের সময় এ গ্যাসক্ষেত্রের দায়িত্বে ছিল অক্সিজেন্টাল (যুক্তরাষ্ট্র)। ২০০৫ সালের ৭ জানুয়ারি ও ২৪ জুন সুনামগঞ্জের টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এ সময় এই গ্যাসক্ষেত্রে কৃপ খননের দায়িত্বে ছিল কানাডিয়ান কোম্পানি নাইকো।

■ খনিজ তেল

সিলেট জেলার হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্রে, রশিদপুর ও তিতাস গ্যাসক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়া মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জে একটি তেলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বাংলাদেশে ১৯৮৬ সালে তেল উত্তোলন শুরু হয় এবং ১৯৯৪ সালে তেল উত্তোলন বন্ধ হয়ে যায়।

■ কয়লা

জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ, রংপুর জেলার খালাশপীর, নওগাঁর পত্নীতলা, দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া, ফুলবাড়ী, দীঘিপাড়া, সুনামগঞ্জ জেলার লালঘাট, টাকেরঘাট প্রভৃতি স্থানে উন্নতমানের বিটুমিনাস ও লিগনাইট কয়লা পাওয়া যায়।

ফরিদপুরের চান্দাবিল ও বাঘিয়া বিল, খুলনা অঞ্চলের কোলা বিল, সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে পীট কয়লা পাওয়া গেছে।

■ কঠিন শিলা

রংপুর জেলার বদরগঞ্জ, মিঠাপুকুর এবং দিনাজপুরের পার্বতীপুরের মধ্যপাড়ার কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে। দিনাজপুরের মধ্যপাড়ার কঠিন শিলা খনির আয়তন ১.৪৪ বর্গ কি.মি।

■ চূনাপাথর

চাকেরহাট, লালঘাট, জাফলং, ভান্ডারহাট, জকিগঞ্জ, জয়পুরহাট, জামালগঞ্জ, সেন্টমার্টিন দ্বীপ ও সীতাকুণ্ডে চূনাপাথর পাওয়া যায়।

■ চীনা মাটি বা শ্বেতমৃত্তিকা

নেত্রকোনার বিজয়পুর, নওগাঁর পত্নীতলা, দিনাজপুরের পার্বতীপুরে চীনা মাটি পাওয়া যায়।

■ সিলিকা বালি

হবিগঞ্জের নয়াপাড়া, ছাতিয়ান, শাহবাজার, সুনামগঞ্জের টাকেরহাট, চট্টগ্রামের দোহাজারী, গারো পাহাড়ে, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে এবং দিনাজপুরের পার্বতীপুরে সিলিকা বালি পাওয়া যায়।

■ তেজস্ক্রিয় বালু

কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে পাওয়া যায়। এদের 'কালো সোনা' ও বলা হয়। এগুলোর মধ্যে জিরকন, ইলমেনাইট, মোনাজাইট ও জাহেরাইট উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের বিশিষ্ট ভূমি বিজ্ঞানী এম এ জাহের আবিষ্কৃত পদার্থটিকে তাঁর নাম অনুসারে জাহেরাইট রাখা হয়েছে।

■ নুড়িপাথর

সিলেট, পঞ্চগড় এবং লালমনিরহাট জেলার পট্টগ্রামে নুড়িপাথর পাওয়া যায়।

■ গন্ধক

চট্টগ্রামের কুতুবদিয়ার বাংলাদেশের একমাত্র গন্ধক খনি অবস্থিত।

■ তামা

রংপুর জেলার রানীপুকুর, পীরগঞ্জ এবং দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায় তামার সন্ধান পাওয়া গেছে।

■ ইউরেনিয়াম

মৌলভীবাজারে কুলাউড়া পাহাড়ে ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে।

■ খনিজ বালি

কুতুবদিয়া ও টেকনাফে প্রচুর পরিমাণে খনিজ বালি পাওয়া যায়।

তথ্য কণিকা

- শিল্প খাতে প্রথম গ্যাস সংযোগ দেয়া হয়- ১৯৫৯ সালে।
- সান্দু গ্যাসক্ষেত্রটি অবস্থিত - বঙ্গোপসাগরে।
- বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্রের মধ্যে সমুদ্রে অবস্থিত - ২টি
- বাংলাদেশে তেল অনুসন্ধান কাজ শুরু হয় - ১৯৫৯ সালে।
- বাংলাদেশে চূনাপাথরের উৎস - টাকেরঘাট ও জাফলং।

- বাংলাদেশের গন্ধকের সন্ধান পাওয়া গেছে – কুতুবদিয়ায়।
- বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি অবস্থিত – দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর থানার চৌহালি গ্রামে।
- দেশের সর্ববৃহৎ কয়লাখনি অবস্থিত – দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরে।
- কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে প্রথম কালো সোনা আবিষ্কার করেন – বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্মকর্তা এচি কবির।
- বাংলাদেশের পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের নাম – রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প।

- দেশের প্রথম গ্যাস চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র – হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- বাংলাদেশের একমাত্র বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করা হয় – ফেনীর সোনাগাজীতে।
- বাংলাদেশের প্রথম কয়লাচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি অবস্থিত – দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায়।
- হরিপুর (সিলেট) তেলক্ষেত্র আবিষ্কার করে– বাপেক্স।
- মার্কিন তেল, গ্যাস অনুসন্ধান চুক্তি স্বাক্ষর করে– ১৬ জুন, ২০১১।



Teacher's Work

০১. বাংলাদেশের কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি চা বাগান রয়েছে?

[৪৪তম বিসিএস]

- | | |
|--------------|---------------|
| ক. চট্টগ্রাম | খ. সিলেট |
| গ. পঞ্চগড় | ঘ. মৌলভীবাজার |

০২. 'বলাকা' কোন ফসলের একটি প্রকার?

[৪৩তম বিসিএস]

- | | |
|--------|----------|
| ক. ধান | খ. গম |
| গ. পাট | ঘ. টমেটো |

০৩. নিম্নোক্ত কোন সালে কৃষিশুমারী অনুষ্ঠিত হয়নি?

[৪৩তম বিসিএস]

- | | |
|---------|---------|
| ক. ১৯৭৭ | খ. ২০০৮ |
| গ. ২০১৫ | ঘ. ২০১৯ |

০৪. 'ম্যানিলা' কোন ফসলের উন্নত জাত?

[৪৩তম বিসিএস]

- | | |
|------------|----------|
| ক. তুলা | খ. তামাক |
| গ. পেয়ারা | ঘ. তরমুজ |

০৫. বাংলাদেশের কোন বনভূমি শাল বৃক্ষের জন্য বিখ্যাত? [৪০ তম বিসিএস]

- | |
|---------------------------------------|
| ক. সিলেটের বনভূমি |
| খ. পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি |
| গ. ভাওয়াল ও মধুপুরের বনভূমি |
| ঘ. খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালির বনভূমি |

০৬. বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পাট উৎপন্ন হয় কোন জেলায়?

[৪০ তম বিসিএস]

- | | |
|-------------|-----------|
| ক. ফরিদপুর | খ. রংপুর |
| গ. জামালপুর | ঘ. শেরপুর |

০৭. বাংলাদেশে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ-

[৪০ তম বিসিএস]

- | |
|-----------------------|
| ক. ২ কোটি ৪০ লক্ষ একর |
| খ. ২ কোটি ৫০ লক্ষ একর |
| গ. ২ কোটি ২৫ লক্ষ একর |
| ঘ. ২ কোটি ২১ লক্ষ একর |

০৮. বাংলাদেশের জিডিপিতে (GDP) কৃষি খাতের (ফসল, বন, প্রাণিসম্পদ, মৎস্যসহ) অবদান কত শতাংশ? [৩৯ তম বিসিএস]

- | | |
|----------------|-------------|
| ক. ১৪.৭৯ শতাংশ | খ. ১৬ শতাংশ |
| গ. ১২ শতাংশ | ঘ. ১৮ শতাংশ |

০৯. জুম চাষ হয়-

[৩৮ তম বিসিএস]

- | | |
|-----------------|---------------|
| ক. বরিশাল | খ. ময়মনসিংহে |
| গ. খাগড়াছড়িতে | ঘ. দিনাজপুরে |

১০. বাংলাদেশে মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষিখাতের অবদান- [৩৮তম বিসিএস]

- | |
|-------------------------------|
| ক. নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে |
| খ. অনিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে |
| গ. ক্রমহ্রাসমান |
| ঘ. অপরিবর্তিত থাকছে |

১১. বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানী হিসেবে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়-

[৩৮তম বিসিএস]

- | | |
|--------------------|----------|
| ক. ফার্নেস অয়েল | খ. কয়লা |
| গ. প্রাকৃতিক গ্যাস | ঘ. ডিজেল |

১২. বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত হয়-

[৩৭তম বিসিএস]

- | | |
|-------------|------------|
| ক. আউশ ধান | খ. আমন ধান |
| গ. বোরো ধান | ঘ. ইরি ধান |

১৩. প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেন কি পরিমাণ থাকে?

[৩৭তম বিসিএস]

- | | |
|--------------|--------------|
| ক. ৪০-৫০ ভাগ | খ. ৬০-৭০ ভাগ |
| গ. ৮০-৯০ ভাগ | ঘ. ৩০-২৫ ভাগ |

১৪. বাংলাদেশে তৈরী জাহাজ 'স্টেলা মেরিস' রপ্তানি হয়েছে-

[৩৭তম বিসিএস]

- | | |
|----------------|-------------|
| ক. ফিনল্যান্ডে | খ. ডেনমার্ক |
| গ. নরওয়েতে | ঘ. সুইডেন |

১৫. যে জেলায় হাজংদের বসবাস নেই-

[৩৭তম বিসিএস]

- | | |
|-----------|--------------|
| ক. শেরপুর | খ. ময়মনসিংহ |
| গ. সিলেট | ঘ. নেত্রকোণা |

১৬. বাংলাদেশে রোপা আমন ধান কাটা হয়-

[৩৬তম বিসিএস]

- | |
|-----------------------|
| ক. আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে |
| খ. ভাদ্র-আশ্বিন মাসে |
| গ. অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে |
| ঘ. মাঘ-ফাল্গুন |

১৭. 'অগ্নিশ্বর', 'কানাইবাসী', 'মোহনবাসী' ও 'বীটজবা' কি জাতীয় ফলের নাম? [৩৬তম, ১০তম বিসিএস]

- | | |
|------------|-----------|
| ক. পেয়ারা | খ. কলা |
| গ. পেঁপে | ঘ. জামরুল |

১৮. সুন্দরবন-এর কত শতাংশ বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পড়েছে? [৩৬তম বিসিএস]

- | | |
|--------|--------|
| ক. ৫০% | খ. ৫৮% |
| গ. ৬২% | ঘ. ৬৬% |

১৯. ফিশারিজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?

[৩৬তম বিসিএস]

- | | |
|----------------|-------------|
| ক. ঢাকায় | খ. খুলনায় |
| গ. নারায়ণগঞ্জ | ঘ. চাঁদপুরে |

২০. কোন উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ধর্ম ইসলাম?

[৩৬তম বিসিএস]

- | | |
|-----------|-----------|
| ক. রাখাইন | খ. মারমা |
| গ. পাওন | ঘ. খিয়াং |

২১. 'বর্ণালী এবং 'শুভ্রা' কী?

[৩৫তম বিসিএস]

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| ক. উন্নত জাতের ভুট্টা | খ. উন্নত জাতের গম |
| গ. উন্নত জাতের আম | ঘ. উন্নত জাতের চাল |

২২. বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়া কি নামে পরিচিত? [৩৫তম বিসিএস]

- ক. কুষ্টিয়া গ্রেড খ. বিনাইদহ গ্রেড
গ. চুয়াডাঙ্গা গ্রেড ঘ. মেহেরপুর গ্রেড

২৩. বাংলাদেশের সুন্দরবনে কতো প্রজাতির হরিণ দেখা যায়? [৩৫তম বিসিএস]

- ক. ১ খ. ২
গ. ৩ ঘ. ৪

২৪. খাসিয়া গ্রামগুলো কি নামে পরিচিত? [৩৫তম বিসিএস]

- ক. বারাং খ. পুঞ্জি
গ. পাড়া ঘ. মৌজা

২৫. বাগদা চিংড়ি কোন দশক থেকে রপ্তানি পন্য হিসেবে স্থান করে নেয়? [৩৫তম বিসিএস]

- ক. পঞ্চদশ দশক খ. ষাট দশক
গ. সত্তর দশক ঘ. আশির দশক

২৬. ইউরিয়া সার থেকে উদ্ভিদ কোন খাদ্য উপাদানটি লাভ করে? [৩৪তম বিসিএস]

- ক. ফসফরাস খ. নাইট্রোজেন
গ. পটাশিয়াম ঘ. সালফার

২৭. 'সোনালিকা' ও 'আকবর' বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে কিসের নাম? [৩২তম বিসিএস]

- ক. উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির নাম
খ. উন্নত জাতের ধানের নাম
গ. উন্নত জাতের গমের নাম
ঘ. দুটি কৃষি বিষয়ক বেসরকারী সংস্থার নাম

২৮. পাখি ছাড়া 'বলাকা' ও 'দোয়েল' নামে পরিচিত হচ্ছে- [৩২, ২৬, ১০তম বিসিএস]

- ক. দুটি কৃষি যন্ত্রপাতির নাম খ. দুটি কৃষি সংস্থার নাম
গ. উন্নত জাতের গম শস্য ঘ. কৃষি খামারের নাম

২৯. দেশের প্রথম গুয়ুধ পার্ক কোথায় স্থাপিত হচ্ছে? [৩০তম বিসিএস]

- ক. গজারিয়া খ. গাজীপুর
গ. সাভারে ঘ. সেন্টমার্টিনে

৩০. পার্বত্য চট্টগ্রামে কয়টি জেলা আছে? [২৯তম বিসিএস]

- ক. ৩টি খ. ৫টি
গ. ৭টি ঘ. ৯টি

৩১. বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত? [২৭তম বিসিএস]

- ক. দিনাজপুর খ. গোপালপুর
গ. পাকশী ঘ. ঈশ্বরদী

৩২. বাংলাদেশের চিনি শিল্পের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত? [২৬তম বিসিএস]

- ক. দিনাজপুর খ. রংপুর
গ. ঈশ্বরদী ঘ. যশোর

৩৩. বাংলাদেশের মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ (প্রায়) কত? [২৬তম, ১১তম বিসিএস]

- ক. ২ কোটি ৪০ লক্ষ একর খ. ২ কোটি ৫০ লক্ষ একর
গ. ২ কোটি ২৫ লক্ষ একর ঘ. ২ কোটি একর

৩৪. নাইট্রোজেন গ্যাস থেকে কোন সার প্রস্তুত করা হয়? [২৬তম বিসিএস]

- ক. টি.এস পি খ. ইউরিয়া
গ. সবুজ সার ঘ. মিউরেট অব পটাশ

৩৫. জিয়া সার কারখানায় উৎপাদিত সারের নাম কি? [২৪তম বিসিএস]

- ক. অ্যামোনিয়া খ. টিএসপি
গ. ইউরিয়া ঘ. সুপার ফসফেট

৩৬. সোনালী আঁশের দেশ কোনটি? [২২তম বিসিএস]

- ক. ভারত খ. শ্রীলঙ্কা
গ. পাকিস্তান ঘ. বাংলাদেশ

৩৭. বাংলাদেশে প্রথম গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়- [২১তম বিসিএস]

- ক. ১৯৫৭ সালে খ. ১৯৬০ সালে
গ. ১৯৬২ সালে ঘ. ১৯৭২ সালে

৩৮. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি কবে সম্পাদিত হয়? [২১তম বিসিএস/২০তম বিসিএস/১৯তম বিসিএস]

- ক. ১২ নভেম্বর, ১৯৯৭ খ. ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭
গ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ ঘ. ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৭

৩৯. বাংলাদেশের অন্তর্গত সুন্দরবনের আয়তন কত? [২০তম বিসিএস]

- ক. ২৪০০ বর্গমাইল খ. ১৯৫০ বর্গমাইল
গ. ১৮৮৬ বর্গমাইল ঘ. ৯২৫ বর্গমাইল

৪০. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে গোচারণের জন্য বাধান আছে? [১৯তম বিসিএস]

- ক. পাবনা-সিরাজগঞ্জে খ. দিনাজপুর
গ. বরিশাল ঘ. ফরিদপুর

৪১. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন খামার কোথায় অবস্থিত? [১৯তম বিসিএস]

- ক. রাজশাহী খ. চট্টগ্রাম
গ. সিলেট ঘ. সাভার, ঢাকা

৪২. খুলনা হার্ডবোর্ড মিলে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় কোন ধরনের কাঠ? [১৮তম বিসিএস]

- ক. চাপালিশ খ. কেওড়া
গ. গেওয়া ঘ. সুন্দরী

৪৩. বাংলাদেশের অতি পরিচিত খাদ্য গোলআলু। এই খাদ্য আমাদের দেশে আনা হয়েছিল- [১৭তম বিসিএস]

- ক. ইউরোপের হল্যান্ড থেকে
খ. দক্ষিণ আমেরিকার পেরু চিলি থেকে

- গ. আফ্রিকার মিশর থেকে
ঘ. এশিয়ার থাইল্যান্ড থেকে

৪৪. বাংলাদেশের গবাদি পশুতে প্রথম ভ্রূণ বদল করা হয়- [১৭তম বিসিএস]

- ক. ৫ মে, ১৯৯৪ খ. ৬ এপ্রিল, ১৯৯৪
গ. ৫ মে, ১৯৯৫ ঘ. ৭ মে, ১৯৯৫

৪৫. কাপ্তাই থেকে প্লাবিত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপত্যকা এলাকা- [১৭তম বিসিএস]

- ক. মারিস্যা ভ্যালি খ. খাগড়া ভ্যালি
গ. জাবরী ভ্যালি ঘ. ভেঙ্গি ভ্যালি

৪৬. ঘোড়াশাল সার কারখানায় উৎপাদিত সারের নাম কি? [১৪তম বিসিএস]

- ক. টিএসপি খ. ইউরিয়া
গ. পটাশ ঘ. এমোনিয়া সালফেট

৪৭. চন্দ্রঘোনা কাগজ কলের প্রধান কাঁচামাল কি? [১৪তম বিসিএস]

- ক. আখের ছোবরা খ. বাঁশ
গ. জারুল গাছ ঘ. নল-খাগড়া

৪৮. বাংলাদেশের প্রধান জাহাজ নির্মাণ কারখানা কোথায় অবস্থিত? [১৪তম বিসিএস]

- ক. নারায়ণগঞ্জ খ. কক্সবাজার
গ. চট্টগ্রাম ঘ. খুলনা

৪৯. সর্ব প্রথমে যে উফশি ধান এদেশে চালু হয়ে এখনও বর্তমান রয়েছে তা হলো- [১১তম বিসিএস]

- ক. ইরি-৮ খ. ইরি-১
গ. ইরি- ২০ ঘ. ইরি- ৩

৫০. কোন জেলা তুলা চাষের জন্য বেশি উপযোগী?

[১১তম বিসিএস]

- ক. রাজশাহী খ. ফরিদপুর
গ. রংপুর ঘ. যশোর

৫১. প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান হলো-

[১১তম বিসিএস]

- ক. নাইট্রোজেন গ্যাস
খ. মিথেন
গ. হাইড্রোজেন গ্যাস
ঘ. কার্বন মনোক্সাইড

৫২. ঔষধ নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হলো-

[১১তম বিসিএস]

- ক. অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর ঔষধ প্রস্তুত বন্ধ করা
খ. ঔষধ শিল্পে দেশীয় কাঁচামালের সরবরাহ নিশ্চিত করা
গ. ঔষধ শিল্পে দেশীয় শিল্পপতিদের অধাধিকার দেওয়া
ঘ. বিদেশী শিল্পপতিদের দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারে বাধ্য করা

৫৩. হরিপুর তেলক্ষেত্র আবিষ্কার হয়-

- ক. ১৯৮৭ সালে খ. ১৯৮৬ সালে
গ. ১৯৮৫ সালে ঘ. ১৯৮৪ সালে

৫৪. সুন্দরবনে বাঘ গণনায় ব্যবহৃত হয়-

- ক. পাগ-মার্ক খ. ফুটমার্ক
গ. GIS ঘ. কোয়ার্ডবেট

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	খ	০৩	গ	০৪	খ	০৫	গ	০৬	ক	০৭	ক	০৮	ক	০৯	গ	১০	গ
১১	গ	১২	গ	১৩	গ	১৪	খ	১৫	গ	১৬	গ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	ঘ	২০	গ
২১	ক	২২	ক	২৩	খ	২৪	খ	২৫	ঘ	২৬	খ	২৭	গ	২৮	গ	২৯	ক	৩০	ক
৩১	ঘ	৩২	গ	৩৩	ক	৩৪	খ	৩৫	গ	৩৬	ঘ	৩৭	ক	৩৮	খ	৩৯	ক	৪০	ক
৪১	ঘ	৪২	ঘ	৪৩	ক	৪৪	গ	৪৫	ঘ	৪৬	খ	৪৭	খ	৪৮	ক	৪৯	ক	৫০	ঘ
৫১	খ	৫২	ক	৫৩	খ	৫৪	ক												



Home Work

Teacher's Class Work অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর

শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে নিজে করবে এবং পরে উত্তর মিলিয়ে নিতে হবে।

০১. বাংলাদেশে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ (প্রায়) কত?

- ক. ২ কোটি ৯ লক্ষ একর
খ. ২ কোটি ১ লক্ষ ৫৭ হাজার একর
গ. ১ কোটি ৭৭ লক্ষ একর
ঘ. ১ কোটি ৮৫ লক্ষ একর

০২. বাংলাদেশের চাষের অযোগ্য জমির পরিমাণ-

- ক. ১ কোটি ২৫ লক্ষ একর খ. ১ কোটি ৩২ লক্ষ একর
গ. ১ কোটি ৪০ লক্ষ একর ঘ. ২৫ লক্ষ ৮০ হাজার একর

০৩. বাংলাদেশে মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণ-

- ক. ১ একর খ. ১.৫ একর
গ. ২ একর ঘ. ০.১৫ একর

০৪. কোনটি রবি ফসল নয়?

- ক. টমেটো খ. মূলা
গ. কচু ঘ. গম

০৫. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট কতবার কৃষিশুমারি হয়েছে?

- ক. ২ বার খ. ৩ বার
গ. ৪ বার ঘ. ৫ বার

০৬. বাংলাদেশে সর্বশেষ কৃষিশুমারি করা হয়ে কোন সালে?

- ক. ১৯৯৬ খ. ২০০৮
গ. ২০০১ ঘ. ১৯৮৪

০৭. 'জুম' বলতে কী বোঝায়?

- ক. এক ধরনের চাষাবাদ খ. এক ধরনের ফুল
গ. গুচ্ছগ্রাম ঘ. পাহারী জনগোষ্ঠীর নাম

০৮. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সংক্ষিপ্ত নাম-

- ক. BERI খ. BRRI
গ. BIRR ঘ. IRR

০৯. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কোন জেলায় অবস্থিত?

- ক. গাজীপুর খ. চাঁদপুর
গ. ফরিদপুর ঘ. বরিশাল

১০. BADC এর কাজ কী?

- ক. কৃষি উন্নয়ন খ. শিল্পোন্নয়ন
গ. চিকিৎসা উন্নয়ন ঘ. কোনটিই নয়

১১. নিচের কোনটি ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ খাদ্য?

- ক. ভাত খ. দুধ
গ. রুটি ঘ. লেবু

১২. বাংলাদেশ মহিষ প্রজনন কেন্দ্র কোথায়?

- ক. খুলনা খ. যশোর
গ. বাগেরহাট ঘ. পাবনা

১৩. সম্প্রতি বাংলাদেশে জীবন রহস্য আবিষ্কৃত হয়েছে-

- ক. হাগলের খ. ধানের
গ. গমের ঘ. আঁখের

১৪. পাটের জীবন রহস্য উন্মোচিত হয় কোন বিজ্ঞানীর নেতৃত্বে-

- ক. সাইদুল আলম খ. মাহবুব আলম
গ. মাকসুদুল আলম ঘ. আব্দুল কাইয়ুম

১৫. ২০১০ সালের জুন মাসে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা কোন উদ্ভিদের জন্ম রহস্য আবিষ্কার করেন?

- ক. ধান খ. গম
গ. পাট ঘ. তুলা

১৬. বাংলাদেশের ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায়?

- ক. ফরিদপুর খ. দিনাজপুর
গ. ঈশ্বরদী ঘ. ঢাকা

১৭. 'চা গবেষণা কেন্দ্র' অবস্থিত-

- ক. ঢাকায় খ. দিনাজপুর
গ. শ্রীমঙ্গল ঘ. চট্টগ্রামে

১৮. 'মেশতা' এক জাতীয়-

- ক. ধান খ. তুলা
গ. পাট ঘ. তামাক

১৯. বাংলাদেশের কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি পাট উৎপাদন হয়?

- ক. রংপুর খ. ফরিদপুর
গ. টাঙ্গাইল ঘ. যশোর

২০. জুটন কে আবিষ্কার করেন?

- ক. ড. মো: সিদ্দিকুল্লাহ খ. ড. কুদারাত-ই-খুদা
গ. ড. ইল্লাস আলী ঘ. ড. ওয়াজেদ মিয়া

২১. একটি কাঁচা পাটের গাঁটের ওজন-

- ক. ৩.৫ মন খ. ২.৫ মন
গ. ৪ মন ঘ. ৫ মন

২২. বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল কোনটি?

- ক. ধান খ. গম গ. আখ ঘ. পাট

২৩. বাংলাদেশে প্রথম চা চাষ আরম্ভ হয় কবে?

- ক. ১৮৬০ সালে খ. ১৮৪৮ সালে
গ. ১৮৪০ সালে ঘ. ১৮৬৪ সালে

২৪. বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি চা উৎপাদন হয় কোথায়?

- ক. সিলেট খ. মৌলভীবাজার
গ. হবিগঞ্জ ঘ. সুনামগঞ্জ

২৫. সিলেটে প্রচুর চা জন্মাবার কারণ কী?

- ক. পাহাড় ও অল্প বৃষ্টি খ. সমতল ভূমি
গ. বনভূমি ও প্রচুর বৃষ্টি ঘ. পাহাড় ও প্রচুর বৃষ্টি

২৬. সর্বাধিক চা বাগান কোন জেলায় অবস্থিত?

- ক. সিলেট খ. হবিগঞ্জ
গ. সুনামগঞ্জ ঘ. মৌলভীবাজার

২৭. উত্তরবঙ্গের কোন জেলায় চা বাগান আছে?

- ক. পঞ্চগড় খ. দিনাজপুর
গ. বগুড়া ঘ. রাজশাহী

২৮. বাংলাদেশের দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল-

- ক. চা খ. ধান
গ. আলু ঘ. গম

২৯. বাংলাদেশে সর্বশেষ কোন জেলায় চা বাগান করা হয়?

- ক. পঞ্চগড় খ. দিনাজপুর
গ. কুড়িগ্রাম ঘ. বান্দরবান

৩০. বাংলাদেশে অর্গানিক চা উৎপাদন শুরু হয়েছে-

- ক. পঞ্চগড়ে খ. রাজশাহীতে
গ. মৌলভীবাজারে ঘ. সিলেটে

৩১. বাংলাদেশে বার্ষিক চা উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে প্রায়-

- ক. ১৪ কোটি পাউন্ড খ. ১৩ কোটি পাউন্ড
গ. ১০.৫ কোটি পাউন্ড ঘ. ৯.৫ কোটি পাউন্ড

৩২. 'চা'-এর আদিবাস-

- ক. ভারত খ. শ্রীলংকা
গ. চীন ঘ. জাপান

৩৩. বর্তমানে বাংলাদেশে কতটি চা বাগান আছে?

- ক. ১৫৮টি খ. ১৬১টি
গ. ১৬০টি ঘ. ১৬৬টি

৩৪. বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক নতুন উদ্ভাবিত ক্লোন চা কোনটি?

- ক. বি টি-১২ খ. বি টি-১৬
গ. বি টি-১৪ ঘ. বি টি-১৩

৩৫. সবচেয়ে বেশি তামাক জন্মে কোন জেলায়?

- ক. রাজশাহী খ. রংপুর
গ. দিনাজপুর ঘ. রাঙ্গামাটি

৩৬. সুমাত্রা ও ম্যানিলা কোন ফসলের নাম?

- ক. ধান খ. পাট
গ. গম ঘ. তামাক

৩৭. বাংলাদেশে রেশম উৎপাদন হয়-

- ক. ময়মনসিংহে খ. পাবর্ত্য চট্টগ্রামে
গ. রাজশাহীতে ঘ. সন্দরবনে

৩৮. রেশমগুলির চাষ সর্বাধিক পরিমাণে হয়-

- ক. রাজশাহী খ. চাঁপাইনবাবগঞ্জ
গ. কক্সবাজার ঘ. রাঙ্গামাটি

৩৯. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে রেশম চাষ করা হয়?

- ক. পূর্বাঞ্চলে খ. পশ্চিমাঞ্চলে
গ. উত্তরাঞ্চলে ঘ. দক্ষিণাঞ্চলে

৪০. বাংলাদেশের কোথায় রাবার চাষ করা হয়?

- ক. কক্সবাজারের রামুতে খ. কক্সবাজারের চকোরিয়ায়
গ. চট্টগ্রামের পটিয়ায় ঘ. বান্দরবানের থানচিতে

৪১. কোন জেলা তুলা চাষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী?

- ক. যশোর খ. ফরিদপুর
গ. রংপুর ঘ. দিনাজপুর

৪২. বাংলাদেশে ধান চাষ করা হয় মোট আবাদী জমির-

- ক. ৬০% খ. ৭৩%
গ. ৮০% ঘ. ৯০%

৪৩. মোটামুটিভাবে ১০০ কেজি ধানে কত কেজি চাল পাওয়া যায়?

- ক. ৫২ কেজি খ. ৬০ কেজি
গ. ৬৬ কেজি ঘ. ৭৫ কেজি

৪৪. কাটারীভোগ চাল উৎপাদনের বিখ্যাত জায়গা-

- ক. দিনাজপুর খ. বরিশাল
গ. ময়মনসিংহ ঘ. কুমিল্লা

৪৫. সবচেয়ে উচ্চ ফলনশীল কোনটি?

- ক. সাতিশাইল খ. মালা ইরি
গ. নাজিরশাইল ঘ. পাইজাম

৪৬. বাংলাদেশের কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি চালকল রয়েছে?

- ক. দিনাজপুর খ. বরিশাল
গ. ময়মনসিংহ ঘ. নওগাঁ

৪৭. মূল্য পরিমাপে বাংলাদেশে কোন কৃষিপণ্য সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত হয়?

- ক. পাট খ. ইক্ষু
গ. চা ঘ. ধান

৪৮. সর্ব প্রথমে যে উফশি ধান এদেশে চালু হয়ে এখনও বর্তমান রয়েছে তা হলো-
ক. ইরি-৮ খ. ইরি-১
গ. ইরি-২০ ঘ. ইরি-৩
৪৯. মুক্তা, গাজী, বিপ্লব কোন জাতীয় ফসলের নাম?
ক. উন্নত জাতের গম খ. উন্নত জাতের পাট
গ. উন্নত জাতের ধান ঘ. উন্নত জাতের ভুট্টা
৫০. কোন জেলায় সর্বাধিক ধান উৎপন্ন হয়?
ক. বরিশাল খ. ময়মনসিংহ
গ. ঢাকা ঘ. কুমিল্লা
৫১. ধান উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান কততম?
ক. দ্বিতীয় খ. তৃতীয়
গ. চতুর্থ ঘ. পঞ্চম
৫২. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রথম উন্নত জাতের ধান-
ক. মালা খ. বি আর-৮
গ. বি আর-৫ ঘ. বি আর-৯
৫৩. উত্তরাঞ্চলে ‘মঙ্গার ধান’ বলে পরিচিত-
ক. ব্রি-৩৩ খ. বি আর-৮
গ. বি আর-৫ ঘ. বি আর-২২
৫৪. রঙানি আয়ের দিক দিয়ে কোনটি সবচেয়ে অর্থকরী ফসল?
ক. ধান খ. তামাক
গ. মরিচ ঘ. তৈলবীজ
৫৫. বাংলাদেশের কোথায় সবচেয়ে বেশি গম উৎপাদিত হয়?
ক. রাজশাহী খ. রংপুর
গ. যশোর ঘ. দিনাজপুর
৫৬. পাখি ছাড়া ‘বলাকা’ ও ‘দোয়েল’ নামে পরিচিত-
ক. দুইটি উন্নতজাতের গমশস্য
খ. দুইটি উন্নতজাতের ধানশস্য
গ. দুইটি উন্নতজাতের ভুট্টাশস্য
ঘ. দুইটি উন্নত জাতের ইক্ষু
৫৭. ‘সোনালিকা’ ও ‘আকবর’ বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে কীসের নাম?
ক. উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির নাম
খ. উন্নত জাতের ধানের নাম
গ. কৃষি বিষয়ক বেসরকারি সংস্থার নাম
ঘ. উন্নত জাতের গমের নাম
৫৮. বাংলাদেশের অতি পরিচিত খাদ্য গোলআলু এই খাদ্য আমাদের দেশে আনা হয়েছিল-
ক. ইউরোপের হল্যান্ড থেকে
খ. দক্ষিণ আমেরিকার পেরু থেকে
গ. আফ্রিকার মিসর থেকে
ঘ. এশিয়ার থাইল্যান্ড থেকে
৫৯. বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের কলার চাষ হচ্ছে। নিচের কোনটি তাদের একটি?
ক. হাইব্রিড খ. দোয়েল
গ. আনন্দ ঘ. অগ্নিশ্বর
৬০. ‘অগ্নিশ্বর’, ‘কানাইবাঁশী’, ‘মোহনবাঁশী’, ও ‘বীটজবা’ কি জাতীয় ফলের নাম?
ক. পেয়ারা খ. কলা
গ. পেঁপে ঘ. জামরুল

৬১. নদী ছাড়া মহানন্দা কী?
ক. সরিষা খ. আম
গ. তরমুজ ঘ. বাঁধাকপি
৬২. ‘বর্ণালি’ ও ‘শুভ্র’ কী?
ক. উন্নত জাতের ভুট্টা খ. উন্নত জাতের তামাক
গ. উন্নত জাতের ধান ঘ. উন্নত জাতের বেগুন
৬৩. বাংলাদেশের ‘কৃষি দিবস’-
ক. পহেলা কার্তিক খ. পহেলা মাঘ
গ. পহেলা অগ্রহায়ণ ঘ. পহেলা বৈশাখ
৬৪. কোন জেলাকে বাংলার শস্য ভান্ডার বলা হয়?
ক. বৃহত্তর রংপুর জেলা খ. বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা
গ. বৃহত্তর বরিশাল জেলা ঘ. বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা
৬৫. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান জলজ সম্পদ হচ্ছে-
ক. মাছ ও শঙ্খ খ. বিনুক ও লবণ
গ. মাছ ও কাঁকড়া ঘ. পানি ও মাছ
৬৬. বাংলাদেশে মৎস্য আইনে কত সেক্টিমিটারের কম দৈর্ঘ্যের পোনা মাছ ধরা নিষিদ্ধ?
ক. ২০ সেমি খ. ২৩ সেমি
গ. ২৫ সেমি ঘ. ৩০ সেমি
৬৭. বাংলাদেশ ফিসারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?
ক. ঢাকা খ. কক্সবাজার
গ. চট্টগ্রাম ঘ. ময়মনসিংহ
৬৮. বাংলাদেশের প্রথম চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র কোথায় স্থাপিত হয়েছে?
ক. খুলনা খ. সাতক্ষীরা
গ. বাগেরহাট ঘ. বরগুনা
৬৯. বাংলাদেশের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হচ্ছে-
ক. বোরো ধানের চাষ খ. শুটকী মাছ উৎপাদন
গ. নৌকা তৈরীর কাজ ঘ. চিংড়ি চাষ
৭০. ‘পিরানহা’ কী?
ক. রান্ধুসে মাছ খ. হিংস্রপাখি
গ. গ্রামীণ পোশাক ঘ. বিষাক্ত পতঙ্গ
৭১. আমাদের দেশের কৃষকেরা সাধারণত কীসের ক্ষেতে মাছ চাষ করে?
ক. ধানের খ. পাটের
গ. আখের ঘ. সরিষার
৭২. ফসলবিন্যাসে কোন ফসল চাষ করলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়?
ক. ডাল জাতীয় খ. শিম জাতীয়
গ. তেল জাতীয় ঘ. দানা জাতীয়
৭৩. শূন্য চাষ পদ্ধতিতে কোনটি লাগানো হয়?
ক. রসুন খ. ধান
গ. মটরশুঁটি ঘ. গম
৭৪. অক্টোবর-নভেম্বর মাসে চাষকৃত আলুর উত্তোলন কোন মাসে শেষ হয়?
ক. ডিসেম্বর-জানুয়ারি খ. জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি
গ. ফেব্রুয়ারি-মার্চ ঘ. মার্চ-এপ্রিল
৭৫. বাংলাদেশের জলবায়ু কেমন?
ক. আর্দ্র ও উষ্ণতাবাপন্ন খ. আর্দ্র ও সমতাবাপন্ন
গ. শুষ্ক ও চরমতাবাপন্ন ঘ. শুষ্ক ও নাতিশীতোষ্ণ
৭৬. ফসল উৎপাদনের মৌসুম কয়টি?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি

৭৭. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে গো-চারণের জন্য বাধান আছে?

- ক. সিরাজগঞ্জ খ. দিনাজপুর
গ. সিলেট ঘ. ফরিদপুর

৭৮. বাংলাদেশ জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান কত?

- ক. ২% খ. ১৪.২৩%
গ. ৬.৫% ঘ. ১৫%

৭৯. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন খামার কোথায় অবস্থিত?

- ক. রাজশাহী খ. চট্টগ্রাম
গ. সিলেট ঘ. সাভার

৮০. বাংলাদেশের গবাদিপশুতে প্রথম রূপ বদল করা হয়-

- ক. ৫ মে ১৯৯৪ খ. ৬ এপ্রিল ১৯৯৪
গ. ৫ মে ১৯৯৫ ঘ. ৭ মে ১৯৯৫

৮১. বাংলাদেশের একটি জীবন্ত জীবাশ্মের নাম-

- ক. রাজ কাকড়া খ. গুণ্ডার
গ. পিপীলিকাতুক ম্যানিস ঘ. স্নো লোরিস

৮২. বাংলাদেশের মৎস্য আইনে কত সেন্টিমিটারের কম দৈর্ঘ্যের রুই জাতীয় মাছের পোনা মারা নিষেধ?

- ক. ১৮ সেন্টিমিটার খ. ২০ সেন্টিমিটার
গ. ২৩ সেন্টিমিটার ঘ. ২৫ সেন্টিমিটার

৮৩. বাংলাদেশে মৎস্য প্রজাতি গবেষণাগার কোথায় অবস্থিত?

- ক. নওগাঁ খ. পাবনা
গ. কুষ্টিয়া ঘ. বগুড়া

৮৪. বাংলাদেশে মৎস্য প্রজাতি গবেষণাগার কোথায় অবস্থিত?

- ক. চাঁদপুর খ. রাজশাহী
গ. ময়মনসিংহ ঘ. সিরাজগঞ্জ

৮৫. বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ -

- ক. কয়লা খ. তৈল
গ. প্রাকৃতিক গ্যাস ঘ. চূনা পাথর

৮৬. বাংলাদেশের প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ-

- ক. স্বর্ণ খ. লৌহ
গ. গ্যাস ঘ. কয়লা

৮৭. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা-

- ক. ১৭টি খ. ১৮টি
গ. ২৩টি ঘ. ২৮টি

৮৮. বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গ্যাসক্ষেত্র কোনটি?

- ক. তিতাস গ্যাসক্ষেত্র খ. সাংগু গ্যাসক্ষেত্র
গ. বাখরাবাদ গ্যাসক্ষেত্র ঘ. হবিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র

৮৯. মজুদ গ্যাসের পরিমাণের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গ্যাস ফিল্ড-

- ক. তিতাস খ. বাখরাবাদ
গ. কুতুবদিয়া ঘ. হবিগঞ্জ

৯০. সমুদ্র উপকূল এলাকায় মোট কয়টি গ্যাসক্ষেত্র আছে?

- ক. একটি খ. দু'টি
গ. তিনটি ঘ. চট্টগ্রাম

৯১. বাংলাদেশের প্রথম গ্যাসক্ষেত্র কত সালে আবিষ্কৃত হয়?

- ক. ১৯৫৫ খ. ১৯৬৫
গ. ১৯৭৫ ঘ. ১৯৮৫

৯২. বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলে আবিষ্কৃত প্রথম গ্যাসক্ষেত্রের নাম কী?

- ক. জাফর পয়েন্ট খ. হাতিয়া প্রণালী
গ. সান্দু ভ্যালি ঘ. হিরণ পয়েন্ট

৯৩. তিতাস গ্যাসের মুখ্য উপাদান-

- ক. ইথেন খ. মিথেন
গ. প্রপেন ঘ. নাইট্রোজেন

৯৪. তিতাস গ্যাস পাওয়া গেছে-

- ক. হবিগঞ্জে খ. রশিদপুরে
গ. ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ঘ. তেঁতুলিয়ায়

৯৫. কামতা গ্যাস ক্ষেত্রটি অবস্থিত-

- ক. কামালপুর খ. সিলেট
গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম ঘ. গাজীপুর

৯৬. বাখরাবাদ গ্যাসক্ষেত্রটি অবস্থিত-

- ক. কুমিল্লায় খ. নারায়ণগঞ্জ
গ. ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ঘ. সিলেট

৯৭. বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ডটি কোথায়?

- ক. কুমিল্লায় খ. চট্টগ্রাম
গ. রাজশাহী ঘ. সিলেট

৯৮. বিয়ানী গ্যাস ফিল্ডটি কোন জেলার অন্তর্ভুক্ত?

- ক. সিলেট খ. মৌলভীবাজার
গ. হবিগঞ্জ ঘ. ব্রাহ্মণবাড়িয়া

৯৯. সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্র অবস্থিত-

- ক. বান্দরবানে খ. খাগড়াছড়িতে
গ. সুনামগঞ্জে ঘ. রাঙ্গামাটিতে

১০০. হালদা নদী গ্যাসক্ষেত্রটি বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?

- ক. ব্রাহ্মণবাড়িয়া খ. কুমিল্লা
গ. সিলেট ঘ. ফেনী

১০১. বঙ্গোপসাগরের কোন অঞ্চলে গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে?

- ক. সান্দু খ. কুতুবদিয়া
গ. নিরুমা দ্বীপ ঘ. কুয়াকাটা

১০২. দেশের কোন গ্যাস ক্ষেত্রে প্রথম অগ্নিকাণ্ড হয়?

- ক. হরিপুর খ. সেমুতাং
গ. মাগুরছড়া ঘ. সান্দু

১০৩. বাংলাদেশের মাগুরছড়া গ্যাসক্ষেত্র কোথায় অবস্থিত?

- ক. কালীগঞ্জ খ. কমলগঞ্জ
গ. কিশোরগঞ্জ ঘ. ব্রাহ্মণবাড়িয়া

১০৪. মাগুরছড়া গ্যাসক্ষেত্রটি কোন জেলায়?

- ক. সিলেট খ. হবিগঞ্জ
গ. মৌলভীবাজার ঘ. ব্রাহ্মণবাড়িয়া

১০৫. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস বেশি ব্যবহৃত হয় কোন খাতে?

- ক. বিদ্যুৎ উৎপাদন খ. সিমেন্ট কারখানা
গ. সি. এন. জি ঘ. সার কারখানা

উত্তরমালা

০১	খ	০২	ঘ	০৩	ঘ	০৪	গ	০৫	গ	০৬	খ	০৭	ক	০৮	খ	০৯	ক	১০	ক
১১	ঘ	১২	গ	১৩	ক	১৪	গ	১৫	গ	১৬	গ	১৭	গ	১৮	গ	১৯	খ	২০	ক
২১	ক	২২	ঘ	২৩	গ	২৪	খ	২৫	ঘ	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	গ	২৯	ক	৩০	ক
৩১	ঘ	৩২	গ	৩৩	ঘ	৩৪	ক	৩৫	খ	৩৬	ঘ	৩৭	গ	৩৮	খ	৩৯	গ	৪০	ক



৪১	ক	৪২	গ	৪৩	গ	৪৪	ক	৪৫	খ	৪৬	ঘ	৪৭	ঘ	৪৮	ক	৪৯	গ	৫০	খ
৫১	গ	৫২	ক	৫৩	ক	৫৪	ক	৫৫	খ	৫৬	খ	৫৭	ঘ	৫৮	ক	৫৯	ঘ	৬০	খ
৬১	খ	৬২	ক	৬৩	গ	৬৪	গ	৬৫	ঘ	৬৬	খ	৬৭	ঘ	৬৮	গ	৬৯	গ	৭০	ক
৭১	ক	৭২	খ	৭৩	ক	৭৪	খ	৭৫	ঘ	৭৬	ক	৭৭	ক	৭৮	খ	৭৯	ঘ	৮০	গ
৮১	ক	৮২	গ	৮৩	খ	৮৪	গ	৮৫	গ	৮৬	গ	৮৭	ঘ	৮৮	ক	৮৯	ক	৯০	খ
৯১	ক	৯২	গ	৯৩	খ	৯৪	গ	৯৫	ঘ	৯৬	ক	৯৭	ঘ	৯৮	ক	৯৯	খ	১০০	ক
১০১	ক	১০২	গ	১০৩	খ	১০৪	গ	১০৫	ক										



Self Study

- বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার সম্পর্কে যে তথ্যটি সঠিক নয়-
ক. প্রাকৃতিক গ্যাস ইউরিয়া সার উৎপাদনের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
খ. বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে।
গ. গৃহস্থলির রান্নার জন্য আলানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
ঘ. পেট্রোল উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- বাংলাদেশের কোন ক্ষেত্রে গ্যাস সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়?
ক. পিডিবি
খ. বাসা বাড়িতে
গ. সারকারখানা
ঘ. ডেসা
- বাংলাদেশের কোথায় ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে?
ক. চন্দ্রনাথ পাহাড়ে
খ. লালমাই পাহাড়ে
গ. কুলাউড়া পাহাড়ে
ঘ. আলুটিলায়
- গ্যাস সম্পদ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশকে কয়টি ব্লকে বিভক্ত করা হয়েছে?
ক. ১৩টি
খ. ২৩টি
গ. ১৯টি
ঘ. ২৪টি
- নাইকো গ্যাস কোম্পানিটি কোন দেশের?
ক. যুক্তরাষ্ট্র
খ. কানাডা
গ. ব্রিটেন
ঘ. অস্ট্রেলিয়া
- বাংলাদেশের কোন গ্যাসক্ষেত্রটি আগুন লেগে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে?
ক. তিতাস
খ. বাখরাবাদ
গ. টেংরাটিলা
ঘ. পলাশ
- বাংলাদেশের সর্বশেষ আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্র কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. ব্রহ্মণবাড়িয়া
খ. ভোলা
গ. নেত্রকোনা
ঘ. জামালপুর
- ইউনোকল যে দেশের তেল কোম্পানি-
ক. বাংলাদেশ
খ. কানাডা
গ. যুক্তরাষ্ট্র
ঘ. যুক্তরাজ্য
- সিলেটের হরিপুরে পাওয়া গেছে-
ক. গ্যাস
খ. তৈল
গ. গ্যাস ও তৈল উভয়ই
ঘ. চূনাপাথর
- হরিপুর কেন বিখ্যাত?
ক. পেট্রোলিয়াম
খ. প্রাকৃতিক গ্যাস
গ. কয়লা
ঘ. সিমেন্ট কারখানা
- হরিপুরে তেলক্ষেত্র আবিষ্কার হয়-
ক. ১৯৮৭ সালে
খ. ১৯৮৬ সালে
গ. ১৯৮৫ সালে
ঘ. ১৯৮৪ সালে
- বাংলাদেশে কিছুদিনের জন্য খনিজ তৈল পেট্রোলিয়াম) উৎপাদিত হয়েছিল কোথায়?
ক. ফেঞ্চুগঞ্জ
খ. কৈলাশটিলায়
গ. ছাতক
ঘ. হরিপুরে
- হরিপুর তৈল ক্ষেত্রে দৈনিক তৈল উত্তোলনের মাত্রা-
ক. ৫০০ ব্যারেল
খ. ২০০ ব্যারেল
গ. ৩০০ ব্যারেল
ঘ. ৫৫০ ব্যারেল
- দিনাজপুর জেলায় বড়পুকুরিয়া কোন খনির সন্ধান পাওয়া গেছে?
ক. কঠিন শিলা
খ. কয়লা
গ. চূনাপাথর
ঘ. কাদামাটি
- দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া কিসের খনিজ প্রকল্পের কাজ চলছে?
ক. কঠিন শিলা
খ. কয়লা
গ. চূনাপাথর
ঘ. সাদামাটি
- বড়পুকুরিয়া কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. দিনাজপুর
খ. সিলেট
গ. চূনাপাথর
ঘ. কাদামাটি
- বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি আবিষ্কার হয় কোন সনে?
ক. ১৯৮০
খ. ১৯৮১
গ. ১৯৮২
ঘ. ১৯৮৫
- বাংলাদেশে উন্নতমানের কয়লার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে-
ক. জামালগঞ্জ
খ. জকিগঞ্জ
গ. বিজয়পুরে
ঘ. রানীগঞ্জ
- বাংলাদেশের প্রথম কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
ক. কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি
খ. সাভার, ঢাকা
গ. বড়পুকুরিয়া, দিনাজপুর
ঘ. সিதாகুণ্ড, চট্টগ্রাম
- ফুলবাড়িয়া কয়লাক্ষেত্র কোথায় অবস্থিত?
ক. রংপুর
খ. রাজশাহী
গ. দিনাজপুর
ঘ. নীলফামারি
- রানীপুর কয়লাক্ষেত্র বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত
ক. কুমিল্লা
খ. দিনাজপুর
গ. বগুড়া
ঘ. রংপুর
- বাংলাদেশে পিট (Peat) কয়লা পাওয়া যায় কোন জেলায়?
ক. বগুড়া
খ. ময়মনসিংহ
গ. সিলেট
ঘ. টাঙ্গাইল
- ‘আইভরি ব্ল্যাক’ কি?
ক. রক্ত কয়লা
খ. সক্রিয় কয়লা
গ. কালো রঙ
ঘ. অস্থি কয়লা
- দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া থেকে কি খনিজ উত্তোলন করা হয়?
ক. কয়লা
খ. চূনাপাথর
গ. প্রাকৃতিক গ্যাস
ঘ. কঠিন শিলা
- বাংলাদেশে চীনা মাটির সন্ধান পাওয়া গেছে-
ক. বিজয়পুরে
খ. রানীগঞ্জ
গ. টেকের হাটে
ঘ. বিয়ানী বাজারে

২৬. বিজয়পুর কোন জেলায় অবস্থিত?

- ক. সিলে থ. রাজশাহী
গ. বগুড়া ঘ. নেত্রকোনা

২৭. বাংলাদেশের কোথায় চূনাপাথর মজুদ আছে?

- ক. শ্রীমঙ্গল থ. টেকনাফ
গ. সেন্টমার্টিন ঘ. বান্দরবান

২৮. কাঁচ বালির সর্বাধিক মজুদ কোন অঞ্চলে?

- ক. জামালপুর থ. সিলেট
গ. কুমিল্লা ঘ. বগুড়া

২৯. বাংলাদেশের কোথায় তেজস্ক্রিয় বালু পাওয়া যায়?

- ক. সিলেটের পাহাড়ে থ. কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত
গ. সন্দরবনে ঘ. লালমাই এলাকায়

৩০. রংপুর জেলার রানীপুরক ও পীরগঞ্জে কোন খনিজ আবিষ্কৃত হয়েছে?

- ক. চূনাপাথর থ. কয়লা
গ. চীনা মাটি ঘ. তামা

৩১. কোন সংস্থা বিশ্ব 'ঐতিহ্য এলাকা' ঘোষণা করেছে?

- ক. WTO থ. WHO
গ. UNEP ঘ. UNESCO

৩২. বাংলাদেশের কোন বনাঞ্চল বিশ্ব ঐতিহ্য (World heritage site) হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে?

- ক. মধুপুরের শালবন
খ. পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাই বনাঞ্চল
গ. সুন্দরবন
ঘ. সিলেটের লাউয়াছড়া বনাঞ্চল

৩৩. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি শাল গাছ আছে?

- ক. সিলেট থ. পার্বত্য চট্টগ্রাম
গ. ভাওয়াল ঘ. সুন্দরবন

৩৪. ইউনেস্কো কোন সালে বাংলাদেশের সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে ঘোষণা করে?

- ক. ১৯৯৭ থ. ১৯৮৩
গ. ১৯৮৯ ঘ. ২০০১

৩৫. ইউনেস্কো সুন্দরবনকে কততম 'বিশ্ব ঐতিহ্য' হিসেবে ঘোষণা করে?

- ক. ৫২১তম থ. ৫২৩তম
গ. ৭৯৮তম ঘ. ৫২৮তম

৩৬. বাংলাদেশের কোন দুটি স্থান UNESCO WORLD HERITAGE এর অন্তর্ভুক্ত?

- ক. টাঙ্গুয়ার হাওর ও সুন্দরবন থ. কক্সবাজার ও কুয়াকাটা সৈকত
গ. লালমাই ও ময়নামতি ঘ. কোনোটিই নয়

৩৭. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান জলজ সম্পদ হচ্ছে-

- ক. মাছ ও শঙ্খ থ. ঝিনুক ও লবণ
গ. মাছ ও কাঁকড়া ঘ. পানি ও মাছ

৩৮. পানি দূষণের প্রধান কারণ-

- ক. Man (মানুষ) থ. Tree (গাছপালা)
গ. Beast (পশু) ঘ. Bird (পাখি)

৩৯. পানি দূষণের জন্য দায়ী-

- ক. শিল্প কারখানার বর্জ্য পদার্থ
খ. জমি থেকে ভেসে আসা রাসায়নিক সার ও কীটনাশক
গ. শহর ও গ্রামের ময়লা আবর্জনা
ঘ. উপরের সবকয়টিই

৪০. বাংলাদেশে পানি সম্পদের চাহিদা কোন খাতে সবচেয়ে বেশি?

- ক. আবাসিক থ. কৃষি
গ. পরিবহন ঘ. শিল্প

৪১. বাংলাদেশে কোন পানীয় জলের উপর অধিকাংশ মানুষ নির্ভর করে?

- ক. নদীর পানির উপর থ. নলকূপের পানির উপর
গ. বৃষ্টির পানির উপর ঘ. পুকুরের পানির উপর

৪২. বাংলাদেশে কোন ধরনের পানিতে বিপজ্জনক মাত্রার চেয়ে বেশি আর্সেনিক পাওয়া গেছে?

- ক. নদীর পানি থ. বিলের পানি
গ. অগভীর নলকূপের পানি ঘ. গভীর নলকূপের পানি

৪৩. বাংলাদেশে কয়টি জেলার নলকূপের পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক পাওয়া গেছে?

- ক. ৬৩ টি জেলায় থ. ৬১ টি জেলায়
গ. ৫১ টি জেলায় ঘ. ৪৯ টি জেলায়

৪৪. বাংলাদেশের সর্বপ্রথম আর্সেনিক ধরা পড়ে-

- ক. নারায়ণগঞ্জ থ. চাঁপাইনবাবগঞ্জ
গ. গোপালগঞ্জ ঘ. ফেঞ্চুগঞ্জ

৪৫. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর মতে প্রতি লিটার পানিতে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা কত?

- ক. ০.০১ মিঃ গ্রাঃ থ. ০.০৫ মিঃ গ্রাঃ
গ. ০.১ মিঃ গ্রাঃ ঘ. ০.৫ মিঃ গ্রাঃ

৪৬. আর্সেনিক দূরীকরণ সনো ফিল্টারের উদ্ভাবক-

- ক. মোস্তফা জব্বার থ. অধ্যাপক আবদুস সালাম
গ. অধ্যাপক আবুর হুসসাম ঘ. অধ্যাপক আবদুল গণি

৪৭. দেশজ উপাদান ব্যবহার করে আর্সেনিক মুক্ত করার পদ্ধতির আবিষ্কারক কে?

- ক. ড. এম. এ বাসার থ. ড. এম আজাদ
গ. ড. ইউনুস ঘ. ড. এম. এ. হাসান

৪৮. বাংলাদেশের কোন নদীর পানি অত্যধিক দূষিত?

- ক. শীতলক্ষ্যা থ. বুড়িগঙ্গা
গ. তুরাগ ঘ. পশুর

৪৯. বাংলাদেশের বৃহত্তম পানি শোধনাগার কোনটি?

- ক. জশলদিয়া থ. সোনাকান্দা
গ. চাঁদনীঘাট ঘ. সায়েদাবাদ

৫০. ১৮৭৪ সালে ঢাকা শহরে পানি সরবরাহ করার জন্য প্রথম পানি সরবরাহ কার্যক্রম স্থাপিত হয়-

- ক. সদরঘাটে থ. চাঁদনীঘাটে
গ. পোস্তগোলায় ঘ. শ্যামবাজারে

৫১. বাংলাদেশে বিদ্যুৎ শক্তির উৎস.....

- ক. খনিজ তৈল থ. প্রাকৃতিক গ্যাস
গ. পাহাড়ী নদী ঘ. উপরের সবগুলোই

৫২. সরকার কত সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে?

- ক. ২০১০ সালে থ. ২০১৫ সালে
গ. ২০১৮ সালে ঘ. ২০২১ সালে

৫৩. বাংলাদেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রস্থল-

- ক. কাপ্তাই থ. চন্দ্রঘোনা
গ. বান্দরবান ঘ. রামু

৫৪. নিচের কোনটির উপর কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত?

- ক. নাফ নদী থ. কর্ণফুলী নদী
গ. সুরমা নদী ঘ. কুশিয়ারা নদী

৭৯. সুন্দরবনের আয়তন প্রায় কত বর্গ কিলোমিটার?

ক. ৩৮০০ খ. ১০০০০ গ. ৫৫৭৫ ঘ. ৬৯০০

৮০. বাংলাদেশের কোন বনাঞ্চলকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করা হয়েছে?

ক. মধুপুর বন খ. সুন্দরবন
গ. বান্দরবান ঘ. হিমছড়ি বন

৮১. পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন-

ক. সুন্দরবন খ. ভূমধ্যসাগরীয় বনভূমি
গ. সরলবর্গীয় বনভূমি ঘ. চিরহরিৎ বনভূমি

৮২. সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য স্বীকৃতি দেয়া হয়-

ক. ৭ জানুয়ারি ১৯৯৫ খ. ২ নভেম্বর ১৯৯৬
গ. ২ নভেম্বর ১৯৯৫ ঘ. ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭

৮৩. বাংলাদেশে নির্মিতব্য প্রথম হাইটেক পার্ক কোথায়?

ক. মহাখালী, ঢাকা খ. টঙ্গী, গাজীপুর
গ. কালিয়াকৈর, গাজীপুর ঘ. আদমজী, নারায়নগঞ্জ

৮৪. সুন্দরবনে বাঘ গণনার জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি কোনটি?

ক. নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক স্যাম্পলিং
খ. হরিণের সংখ্যার ভিত্তিতে
গ. পাগমার্ক
ঘ. বন প্রহরীদের তথ্যের ভিত্তিতে

৮৫. সুন্দরবনের সুন্দরী গাছের নামানুসারে বনের নাম হয়েছে সুন্দরবন।

এই বনের অন্য একটি নাম আছে, তা কি?

ক. ছদোবন খ. চাঁদাগাই
গ. বাদাবন ঘ. বাইনবন

৮৬. সুন্দরবনের কত শতাংশ বনভূমি বাংলাদেশের অন্তর্গত?

ক. ৫০ শতাংশ খ. ৫৫ শতাংশ
গ. ৬০ শতাংশ ঘ. ৬২ শতাংশ

৮৭. অসংখ্য দ্বীপ নিয়ে গঠিত বনাঞ্চল কোনটি?

ক. সুন্দরবন খ. সেন্টমার্টিন
গ. নিরুমা দ্বীপ ঘ. মহেশখালী

৮৮. বাংলাদেশের প্রথম ইকোপার্ক কোথায় অবস্থিত?

ক. সীতাকুন্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে
খ. মৌলভীবাজারের মাধবকুণ্ড মুরাইছড়া
গ. কক্সবাজারের ডুলাহাজরায়
ঘ. খুলনার মংলায়

৮৯. বাংলাদেশের একমাত্র কৃত্রিম ম্যানগ্রোভ বন কোথায়?

ক. খুলনা খ. নোয়াখালী
গ. বাগেরহাট ঘ. সাতক্ষীরা

৯০. বাংলাদেশের কোন বনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করা হয়েছে?

ক. মধুপুর বন খ. হিমছড়ি বন
গ. সুন্দরবন ঘ. সিঙ্গরা বন

৯১. বাংলাদেশের সুন্দরবন কোন রকমের বন?

ক. পত্রঝরা খ. চিরহরিৎ
গ. রেইন ঘ. শালবন

৯২. 'ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান' কত সালে প্রতিষ্ঠিত?

ক. ১৯৮২ সালে খ. ১৯৮৩ সালে
গ. ১৯৮০ সালে ঘ. ১৯৮৪ সালে

৯৩. বাংলাদেশের জাতীয় উদ্যান-

ক. রমনা উদ্যান খ. বোটানিক্যাল উদ্যান
গ. বলধা গার্ডেন ঘ. সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

৯৪. দেশের সাফারি পার্ক কোথায় অবস্থিত?

ক. চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ডে
খ. মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে
গ. কক্সবাজারের ডুলাহাজরায়
ঘ. রাঙ্গামাটি জেলায় বেতুবুনিয়ায়

৯৫. লাউয়াছড়া বনে কোন বিরল প্রাণী আছে?

ক. হনুমান খ. চিতল হরিণ
গ. ভুবন চিল ঘ. উল্লুক

উত্তরমালা

১	ঘ	২	ক	৩	গ	৪	খ	৫	খ	৬	গ	৭	খ	৮	গ	৯	গ	১০	ক
১১	খ	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	খ	১৫	খ	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	গ	২০	গ
২১	ঘ	২৩	গ	২৩	ঘ	২৪	ঘ	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	গ	২৮	খ	২৯	ঘ	৩০	ঘ
৩১	ঘ	৩২	গ	৩৩	গ	৩৪	ক	৩৫	গ	৩৬	ক	৩৭	ঘ	৩৮	ক	৩৯	ঘ	৪০	খ
৪১	খ	৪২	গ	৪৩	খ	৪৪	খ	৪৫	ক	৪৬	গ	৪৭	ঘ	৪৮	খ	৪৯	ঘ	৫০	খ
৫১	ঘ	৫২	ঘ	৫৩	ক	৫৪	খ	৫৫	ঘ	৫৬	খ	৫৭	ক	৫৮	ক	৫৯	ক	৬০	ঘ
৬১	গ	৬২	খ	৬৩	খ	৬৪	ঘ	৬৫	খ	৬৬	ঘ	৬৭	গ	৬৮	খ	৬৯	গ	৭০	খ
৭১	গ	৭২	ঘ	৭৩	গ	৭৪	গ	৭৫	ঘ	৭৬	ক	৭৭	খ	৭৮	গ	৭৯	খ	৮০	খ
৮১	ক	৮২	ঘ	৮৩	গ	৮৪	গ	৮৫	গ	৮৬	ঘ	৮৭	ক	৮৮	ক	৮৯	খ	৯০	গ
৯১	খ	৯২	ক	৯৩	ঘ	৯৪	গ	৯৫	ঘ										

Class



Exam

১. ‘ম্যানিলা’ কোন ফসলের উন্নত জাত?
ক. তুলা খ. তামাক
গ. পেয়ারা ঘ. তরমুজ
 ২. প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেন কি পরিমাণ থাকে?
ক. ৪০-৫০ ভাগ খ. ৬০-৭০ ভাগ
গ. ৮০-৯০ ভাগ ঘ. ৩০-২৫ ভাগ
 ৩. সুন্দরবন-এর কত শতাংশ বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পড়েছে?
ক. ৫০% খ. ৫৮%
গ. ৬২% ঘ. ৬৬%
 ৪. ‘সোনালিকা’ ও ‘আকবর’ বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে কিসের নাম?
ক. উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির নাম
খ. উন্নত জাতের ধানের নাম
গ. উন্নত জাতের গমের নাম
ঘ. দুটি কৃষি বিষয়ক বেসরকারী সংস্থার নাম
 ৫. সুন্দরবনে বাঘ গণনায় ব্যবহৃত হয়-
ক. পাগ-মার্ক খ. ফুটমার্ক
গ. GIS ঘ. কোয়ার্ডবেট
 ৬. বাংলাদেশে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. গাজীপুর খ. চাঁদপুর
গ. ফরিদপুর ঘ. বরিশাল
 ৭. বাংলাদেশের ইস্পু গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায়?
ক. ফরিদপুর খ. দিনাজপুর
গ. ঈশ্বরদী ঘ. ঢাকা
 ৮. বাংলাদেশে অর্গানিক চা উৎপাদন শুরু হয়েছে-
ক. পঞ্চগড়
খ. রাজশাহীতে
গ. মৌলভীবাজারে
ঘ. সিলেটে
 ৯. ‘অগ্নিশ্বর’, ‘কানাইবাঁশী’, ‘মোহনবাঁশী’, ও ‘বীটজবা’ কি জাতীয় ফলের নাম?
ক. পেয়ারা খ. কলা
গ. পেঁপে ঘ. জামরুল
 ১০. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা-
ক. ১৭টি খ. ১৮টি
গ. ২৩টি ঘ. ২৮টি

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি  Biddabari কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া
এ্যাসাইনমেন্ট এর বাংলাদেশ বিষয়াবলি অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।

[illegible]